খবর বলছি

মানস দাশ

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

প্রফেসর মিত্র	...	...	...
চন্দ্রমোহন	...	...	...
মধুসূদন	...	...	...
আগন্তুক	...	...	...
ভবতোষ	...	...	...
টিকিট কালেক্টর	...	...	...
অমিয়	...	...	...
বরেন	...	...	...
মোহন	...	...	...
মতিচাঁদ	...	...	...
কেলো	...	...	...
শিবে	..	...	...
জনতা	...	...	...
মহাদেব মোহান্ত	...	...	...
সর্দ্দার	...	...	...
সঞ্জয়	...	...	...
গণেশ	...	...	...
মুরলী ডাক্তার	...	...	...

স্ত্রী

খবর বলছি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিয়ালদহের ষ্টেশনের একাংশ। পিছনে দেওয়াল—দেওয়ালে বিচিত্র বিজ্ঞাপনের নামাবলী। সুবিশাল ষ্টেশনের কর্ম্মব্যস্ততা ও কলরোল এই খণ্ড স্থানটুকু হতেই অনুভূত হয়। এখানে ওখানে সতরঞ্চি, শীতল পাটী ও মাদুর বিছাইযা বাস্তহারারা দেশ ও স্বজন বিচ্ছিন্ন নরনারীর দল বাসা বাঁধিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিশু আছে, প্রৌঢ় আছে, বৃদ্ধ আছে, আছে যুবতী নারী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা।

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল, মঞ্চের স্বল্পপরিসর স্থানটুকুর মধ্যে চারিটী পরিবার বাসা বাঁধিয়াছে। দুইটী পরিবারের স্থানে কে দুই জন শুইয়া আছে। একটী পরিবার দুইটী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে লইয়া—অপরটী আমাদের নাটকের লক্ষ্য। প্রত্যেক পরিবারের মাথার কাছে ট্রাঙ্ক, বাক্স, সুটকেস, তোষক, বালিশ, হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি।

নেপথ্যে একটী ট্রেণ আসিয়া থামিল, তাহারই শব্দ। সর্ব্বদাই লোকজনের গোলমাল শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু ট্রেণ আসিলে বাড়ে। প্রধান নির্গমন পথ দিয়া যদিও ট্রেণের প্যাসেঞ্জারগুলি চলিয়া যায়। তবুও ইহাদের বিছানা সরাইয়া, এদিক ওদিক দিয়া চলিয়া গেল অনেকগুলি লোক।

দীপার স্বামী চন্দ্রমোহন বিছানার পাশে বসিয়া তামাক সাজিতেছে। এক ঘটি জল লইয়া দীপা প্রবেশ করিল। দীপা সুন্দরী, এমন সুন্দর তাহার দেহের গড়ন যে চট করিয়া

বাঙ্গালীর মধ্যে, এমন অপরূপ দেহ সৌষ্ঠব চোখে পড়ে না—দীপা আসিয়া নিঃশব্দে ঘটিটা বিছানার পাশে রাখিল। চন্দ্রমোহন উহা হইতে জল লইয়া টিকার কালি মাখা হাত ধুইল। পরে একখানি টিকা ধরাইয়া ফুঁ দিতে লাগিল। দীপা বাক্স খুলিয়া ছোট্ট আরসিখানা বাহির করিয়া সিঁদুরের টিপ পরিবার চেষ্টা করিতেছে। * * *

আর্ত্তত্রান সমিতি, সেবা সমিতি ও রিলিফ সোসাইটির কর্ম্মীবৃন্দ ও লাউড্‌স্পীকার মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া যাত্রীগণকে এই নূতন স্থানের নিরাপত্তা সম্বন্ধে হুসিয়ার করিয়া দিতেছেন। যাত্রীরা প্রথম প্রথম উৎকর্ণ হইয়া এই সব সাবধান বাণী শুনিত। কিন্তু এখন একেবারেই গা সহা হইয়া গিয়াছে। পিছনের দেওয়ালের দরজার উপর লিখা।

"বাস্তু হারা রিলিফ সোসাইটি"

লাউড্‌স্পীকার। বাস্তুহারাগণ! আপনারা আমাদের না-জানিয়ে বাইরে যাবেন না। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আপন বাসস্থান বা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে দূরে যাবেন না—এদিক ওদিক বেড়াবেন না। অপরিচিত লোকের সাথে কথা কইবেন না। বা তাদের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না।

[আবার একখানি ট্রেণ ছাড়িল। ঘণ্টা ও বাঁশী শোনা গেল। চন্দ্রমোহন তামাক টানিতে লাগিল। দীপা আরসি সামনে রাখিয়া চিরুণী দিয়া মাথার সামনের চুলগুলি সমান করিতেছে]

লাউডস্পীকার। বাস্তুহারাগণ সাবধান আপনাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দলে দলে ষ্টেশনের মধ্যে চোর জোচ্চোর লম্পট ও নারী হরণকারীরা ঢুকে পড়েছে। তারা আপনাদের আশে পাশেই

ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্ব্বদা সাবধানে থাকুন। আপন পরিবারের সুন্দর মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

চন্দ্র। ধরছে।

[নিরুদ্বেগে তামাক টানিতে বসিল। দীপা আরসি খনাট্রাঙ্কের মধ্যে রাখিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল]

দীপা। হ্যাঁ গো! এরা বলছে কি?

চন্দ্র। কারা? ও এই চোঙ দিয়া? বোঝবার পারলা না? আরে এইটা হইল সহর কইলকাত্তা; হ্যারা আমাগো ল্যাখান কথা তো কয় না। শোন না কইতে লাগছে। রাস্তাঘাটে বাইর হ'য়ো না। পুলিশে লইয়া যাইবো।

দীপা। পুলিশে নিয়া যাবে কেন। আমরা ত চুরি ডাকাতি করি নাই। দেশে আর থাকা চলবে না। সবাই যেমন চলে আসছে আমরাও তেমনি আসছি এর মধ্যে পুলিশের কী আছে?

চন্দ্র। কি আছে না আছে পরে বুঝবাখন লইয়্যা গেলে করবা কি?

দীপা। আমি? আসুক না পুলিশ, দেখো তখন।

চন্দ্র। দেখুম অনে।

[একখানি ট্রেণ আসিয়া লাগিল। আবার কিছু বাস্তুহারা সেই গাড়ীতে এল। দু'একটী পরিবার এদের বিছানার পাশ দিয়ে চলে গেল। সেই দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে চন্দ্র মোহন বলল]

চন্দ্র। দ্যাখছনি দীপা—আসতেই আছে—আসতেই আছে।

দীপা। আরও আসবে।

[হঠাৎ হাত তুলিয়া দীপা যেন কাহাকে নমস্কার করিল]

চন্দ্র। এইটা কী ?

দীপা। না—আমি ভাবছিলাম কী জান ? তবু ত আমি তোমাকে নিয়া আস্‌তে পেরেছি। যদি অন্য কিছু হ'ত তা হলে কি করতাম আমি ? কার কাছে যেতাম ?

চন্দ্র। সত্য কথা !

লাউডস্পীকার। বাস্তুহারাগণ ! আপনারা এই গাড়ীতে নূতন যাঁরা এলেন শুনুন, আপনাদের মধ্যে যদি কারুর আত্মীয় স্বজন কল্‌কাতায় থাকেন, তবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। একা কোথাও যাবেন না। কারুকে বিশ্বাস করবেন না। নিজেরা এক যায়গায় থেকে ভাগ্যের সাথে যুদ্ধ করুন।

[একটী মানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাক্‌তে ডাক্‌তে চলে গেল]

মানুষ। আরে পচা ! পচা ! পচারে ! পচা

(প্রস্থান)

দীপা। পচা বোধ হয় ছেলে ?

চন্দ্র। হইবো ! মাইয়াও হইতে পারে। পচা ! আরে আমরা হক্কলেই এখন পচা (হাসিল) আস্থ আছে কে ?

দীপা। তুমি একটু বস আমি দৌড়ে গিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে আসি।

চন্দ্র। না—না—তুমি যাইবা কই ? ঘটি আমারে দেও—আমি

আন্‌তেছি। [ঘটি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল] কইল কর্ত্তার কথাই শুন্‌ছি এতকাল! লোকে কইছে শুইন্সা গেছি। মনে মনে কত কথা উঠছে। মনই থাইক্যা গেছে। স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এইভাবে শিয়ালদহের ইষ্টিশনে কুকুর বিড়ালের মত বৌ লইয়্যা পইর‍্যা থাকৃতে লাগবো? পিছা মারি আমাগোর কপালে।······আসতেছি।

[চন্দ্রমোহন ঘটি নিয়ে বেরিয়ে গেল; দীপা বসে রইল। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো স্বামী আস্‌ছে কিনা, আবার বসলো। একটা লোক এসে কাছে দাঁড়ালো। আড় চোখে দু একবার দীপাকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল]

আগন্তুক। কবে এসেছেন আপনারা?

দীপা। আজকেই, কেন?

আগন্তুক। এমনিই বলছি, পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আসেন নি বুঝি?

দীপা। হ্যাঁ!

আগন্তুক। কিন্তু আপনার কথা ত সেরকম নয়।

দীপা। না, আমার শ্বশুর বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে কিন্তু আমার বাপের বাড়ী গৌহাটী।

আগন্তুক। ও আপনি টাউনের মেয়ে।

লাউডস্পীকার। বাস্তুহারাগণ! অপরিচিত লোককে সর্ব্বদাই সন্দেহের চোখে দেখবেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না।

খবর বলছি

যদি কোন লোক যেচে আত্মীয়তা করতে আসেন, আমাদের খবর দিন।

[দীপা দাঁড়াইল]

আগন্তুক। খবর দিতে যাচ্ছেন নাকি ?

দীপা। কিসের খবর ?

আগন্তুক। এই আমি অপরিচিত লোক, আপনার সঙ্গে যেচে কথা কইছি।

দীপা। আমার স্বামী গেছেন জল আন্‌তে দেখছি তিনি আস্‌ছেন কিনা।

আগন্তুক। একটু দেরী হবে। জলের কল এখান থেকে বেশ দূরে।

দীপা। ও!

আগন্তুক। এখানে কোন আত্মীয় স্বজন নেই আপনাদের ?

দীপা। আমি জানি না। (বসে পড়ল)

আগন্তুক। এই দেখুন আপনি রাগ করছেন।

দীপা। আপনি বড় মজার লোক তো! বলছি রাগ করিনি। তবু বলছেন রাগ করেছি ? আপনার সঙ্গে জানা নেই শোনা নেই রাগ করবো কেন ? (দাঁড়াল) কিন্তু উনি এখনও এলেন না কেন ?

আগন্তুক। বলেছি ত কলটা অনেক দূরে। তাছাড়া ভীড়ও খুব অতএব দেরী হবেই। যাই হোক, এর মধ্যে দু একটা কাজের কথা সেরে নিই (দীপা চাহিল) আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবো ?

দীপা। কি করে ?

আগন্তুক। সেটা আপনার পরে জানলেও চলবে। আপাততঃ অনুমতি পেলে চেষ্টা করতে পারি।

দীপা। বেশ তো! ওর সঙ্গে একটা কথা বলুন।

[দীপা দাঁড়াল দেখা গেল চন্দ্রমোহন একঘটি জল নিয়ে দ্রুত এল]

ন্দ্র। আইস্যা পড়ছি গো। (বসে) হ্যাখ্ হ্যারে যে রাজধানী কয় সে মিছা নয়। আরে বাপুস্!

দীপা। কী খাবে ?

চন্দ্র। তুমি কও, ছাতু আছে না ?

দীপা। আছে—

চন্দ্র। গুড়

দীপা। আছে, দেব ?

চন্দ্র। হ্যাও, মাখি।

[দীপা পুটুলী খুলে ছাতু ও গুড় দিল চন্দ্র জল ঢেলে নিয়ে, ছাতু মাখ্লো। তারপর খেতে আরম্ভ করল। কিছুপর তার খেয়াল হল দীপা খাচ্ছেনা। খাওয়া থামিয়ে দীপার দিকে চেয়ে বল্লো]

চন্দ্র। তুমি খাবা না ?

দীপা। খাবো—তুমি আগে খেয়ে নাও।

[চন্দ্রমোহন খেতে লাগল]

দীপা। ভাল কথা এক ভদ্রলোক এসেছিল।

চন্দ্র। ক্যান্ ?

দীপা। তিনি বলছিলেন তিনি আমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন আর—

চন্দ্র। দালালী কত লাগবো ?

দীপা। কিসের দালালী ?

চন্দ্র। এই আশ্রয়ের ব্যবস্থার ?

[দীপা হেসে উঠল]

চন্দ্র। হাসো ক্যান্ ?

[দীপা আরও জোরে হাসতে লাগলো]

চন্দ্র। এট্টা কথা কইয়া রাখি দীপন্। যে যা কয় কউক। চোখ আছে দেইখ্যা যাইবা। কান আছে শুনবা, কিন্তু কথা কইবা না। বোঝলা ? আমাগো সময় খারাপ পড় ছে।

[আর একটা ট্রেণ এসে লাগল। একজন টিকিট কালেকটার চলে গেল—সঙ্গে একজন লোক—লোকটা গরীব]

টিঃ কা। আমি কি করব মশায় ? রেল কোম্পানী কি আমার বাবার ঘরের সম্পত্তি যে এমনি ছেড়ে দেব। গাড়ী চড়বার সখ আছে পয়সা না দিলে চলবে কেন ?

লোকটা। হুজুর আপনি মা বাপ। আপনি ইচ্ছে করলেই ছেড়ে দিতে পারেন, পয়সা থাকলে দেই না হুজুর !

টিঃ কা। পয়সা নেই তো হাজতে থাক। সরে সরে বস। যত সব হাড় হাবাতে লক্ষ্মী ছাড়ার দল ইষ্টিশানটাকে একেবারে সরকারী বৈঠকখানা বানিয়ে তুললে। সরে বস না। কথা কানে যায় না? লবাব পুত্তুর—

[দীপা ও চন্দ্রমোহন ভয়ে ভয়ে সতরঞ্চি গুটিয়ে নিল টিকিট কালেক্টার ও লোকটা চলে গেল। নেপথ্যে একটা চীৎকার শোনা গেল]

নেঃ নারীকণ্ঠ। আলো ও মুখী! মুখী লো তরে কী যমে নিছে? গেলি কই? মুখী!! বাবু! ও বাবু আমাগো মুখীরে দেখছেন? মুখী·লো!

[দীপার পাশ দিয়ে একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক বেরিয়ে গেল……ক্রমশ ক্রন্দনার্ত্ত]

……আলো মুখী তুই কই গেলি লো!

[হঠাৎ একটা বছর অষ্টেকের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঢুকে ওদিকে বেরিয়ে গেল]

মেয়েটা। মা! ওমা! মাগো! আমার ক্ষুধা লাগছে! মা আমার ক্ষুধা লাগছে মা……

[প্রস্থান]

দীপা। এ কি আরম্ভ হয়েছে বলতো ?

চন্দ্র। (সুরে)

ভোজ বাজীর খেলারে ভাই
ভোজ বাজীর খেলা
পত্তিরা সব কাঁদতে বইছে
বৌরা দিছে মেলা
বলি ও চিকণ কালা !
বাঁশী তোমার থামাও থামাও
সর্ব্ব অঙ্গে জ্বালা।

পুরান পুরে মুকুন্দ দাসের যাত্রা দিছিলো—শোন নাই ? গুপীদের লাখান আমাগো সর্ব্ব অঙ্গে জ্বালা ধরছে।

দীপা। খুব হয়েছে। জ্বালা ধরলে বুঝি মানুষ ঘর ছেড়ে ইষ্টিশনে এসে পড়ে থাকে।

চন্দ্র। থাকে না ? তুমি কও কি দীপন ? এই যে শিয়ালদহ ইষ্টিশান এইটা কী—

দীপা। কী ?

চন্দ্র। এইটারে অখন শ্মশানের লাখান লাগছে না ? শিয়ালদহ মহা-শ্মশান। আর আমাগো মধুসূদন দাদার মায়েরে শ্মশান থনে বাড়ী লইয়্যা আস্‌ছিল। বুড়ি তারপর বাঁচছিল আরও দশ বছর। এই শিয়ালদর থনে যারা বাঁচবো আর মরবো—তারা তো মরল। (দূরে চেয়ে) হেই মধুসূদন দাদা আস্‌তে লাগছে না ? খা-ইছে।

[মধুসূদন চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করলেন। তিনি ধীরে ধীরে দীপার পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন—হঠাৎ চন্দ্রমোহন হাঁকলো]

চন্দ্র। আরে! দাদা কোইথনে!

মধু। আরে চন্দ্রমোহনও এইখানে আইস্যা ঠেকছ? কও কও খপর কও। তোমার পরিবার আছে তো?

চন্দ্র। থাকবো না তো যাইবো কোই?

মধু। কি জানি ভাই কই যাইবো। বুঝি না কিছু। মেইয়্যা লোকেরে লইয়া নছাল্লা জীবনে এই প্রথম দেখলাম। বাল্য কালে পড়ছিলাম হারাধনের দশটি পোলার কথা বুঝছো? মরতে মরতে শেষে সব কটাই গেল গিয়া। আমার গো দশাও হৈছে তাই বোঝছ?

চন্দ্র। ক্যাম্বায়?

মধু। ক্যাম্বায়? বলদার মত কথা কইসনা চন্দ্রা; আমাগো প্রতি পরিবারের ম্যাইয়া লোক আছিল চাইরটা পাঁচটা কইরা। তার দুইটারে লইয়া গেল মোসলায়, একটারে খাইল শিয়ালদহ, বাকীটা মরল উপাসে!

চন্দ্র। এই দিন থাকবো না দাদা।

মধু। আমরাও থাকুম না চন্দ্র। আমাগোও হইয়া আস্‌ছে। গরু ভেরা ছাগলের লাথান স্ট্যাশের থনে আস্‌তেছে—আবার এটু —গাড়ীর মধ্যে দুইশোটা লোকেরে ভইর‍্যা কোথায় জানি রাইখ্যা আস্‌তেছে। আমরা গেছিরে চন্দ্র। আমাগো কেও

নাই, ঘর গেছে, বাড়ী গেছে, পয়সা গেছে, মান গেছে—ইজ্জৎ গেছে। আছে যম শ্যাষে; সেও না বিরূপ হয় চন্দ্র, আমার ম্যাইয়াটারে কাউলকার থনে পাইতেছি না।

দীপা। খেন্তিরে ?

মধু। হরে মা ! খেন্তিরে। পয়সা কড়ির মত ম্যাইয়া লোক লুট হয়। কোনখানে শোনছনি এমুন কথা ? রাবণ সীতা হরণ করেছিল বইল্যা, দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল বইল্যা—দুই দুইটা রাজ বংশ ধ্বংস হইয়া গেছিল। আর আইজ।

চন্দ্র। আইজ কী ?

মধু। আইজ কলিকাল। ভ্যাব্তা রইছে চ্যাত্তা দিয়া ঘুমাইয়া, প্রতীকারটা কররে কে কও ? আচ্ছা যাইরে চন্দ্র। খেন্তির মায়েরে তো রাখন যায় না মোটে। কান্তেছে-কান্তেছে—খালি কান্তেছে ! খাইছ ?

চন্দ্র। হ ! মুড়ি আছিল।

মধু। (হেসে) মুড়ি খাইছ······ভাল···ভাল······ভাল খাও মুড়ি খাও ! ভাতের নামে হইয়া গ্যাছে গিয়া, খাও—মুড়ি খাও,—দুইশ বিঘা জমির মালিক ; শিয়ালদহ ইষ্টিশনে বইস্যা মুড়ি খাও—

[মধুসূদন চলে গেল। দীপার চোখে জল, চন্দ্র দেখে চেঁচিয়ে]

চন্দ্র। কাঁন্দ কেন ? কাঁন্দ কেন ? বাহার কইরা কান্তে বইছেন। আরে রও। কাঁদনের অখন তক হইছে কী ?

[বসে তামাক টান্তে লাগল]

স্পীকার। [বাস্তুহারা ! আপনারা সব নিজের নিজের জায়গায় স্থির হয়ে বসুন। আর একঘণ্টা পরেই আপনাদের খেতে দেওয়া হবে। এই রেশনের দিনে আপনাদের জন্য যা সামান্য ব্যবস্থা করা হয়েছে আশা করি তাতেই আপনারা সন্তুষ্ট হবেন। যারা পরিবেশন করবেন অনর্থক তাদের গালাগালি করবেন না, বা তাদের জিনিষপত্র পাত্র ধরে টানাটানি করবেন না]

হঠাৎ তামাক রেখে চন্দ্র উঠে দাঁড়াল দীপা সেই দিকে চাইতে চন্দ্র বলে উঠল।

চন্দ্র। তুমি একটু একলা থাকতে পারবা না ?

দীপা। কেন ?

চন্দ্র। আমি একটু দেইখ্যা আসি গিয়া গ্রামের খন্ আর কে কে আসছে বোঝলা না ? কয়েক ঘর তো আছিলো—আসনের কালে—তাগো খবরটা লইয়া অসি গিয়া।

দীপা। যাও !

[ভবতোষের প্রবেশ—গায়ে চুড়িদার পাঞ্জাবী—পায়ে নিউকাট—হাতে আংটী, মুখে সরু আধুনিক গোঁফ আছে। বয়স ৪০ হবে। সে এখান দিয়ে চলে যেতে যেতে চন্দ্রমোহনের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর এক দুপা এগিয়ে গেল—তারপর আবার ফিরে এল, এসে চন্দ্রর সামনে গিয়ে তাকে নমস্কার করে দাড়াল। চন্দ্র তার দিকে চেয়ে বলল]

চন্দ্র। বলেন ?

ভব। মাপ করবেন। আপনার চেহারার সঙ্গে আমার একটী

পরিচিত ভদ্রলোকের মিল আছে বলে দাড়িয়ে পড়েছি, মানে—

চন্দ্র। বোঝলাম কোথায় বাড়ী আছিল তার ?

ভব। পূর্ব্ববঙ্গে।—জীবনগঞ্জে

দীপা। শোন !

চন্দ্র। কী কও ?

দীপা। ওকে জিজ্ঞাসা করতো—উনিই কি সেবার পূজার সময় অনাথ ঠাকুরপোর সঙ্গে আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন ?

চন্দ্র। তোমার হইছে কি ?

ভব। কিছুই হয়নি। বৌদি ঠিকই ধরেছেন এতদিন পরে, আমিই গিয়েছিলাম অনাথের সঙ্গে। আমার নাম ভবতোষ রায়। কেন আপনার মনে নেই সেবার পাঁঠার ঠ্যাং দুটো ধরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলাম।

চন্দ্র। পূজার সময় আপনে অনাথের সাথে বেড়াইতে গেছিলেন। হ্'হ মনে পড়ছে আরে আপনে কইথনে আইলেন ?

ভব। আমার বাড়ী যে কলকাতায়। যাচ্ছিলাম একটু নৈহাটী, পঞ্চানন বলে একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। আপনাকে দেখে মনে হল চেনা লোক। তাই সেবার আপনার ওখানে গিয়ে যে আদর যে সেবা যত্ন আর যে খাওয়া খেয়ে এসেছি। সারা জীবন তা মনে থাকবে। কিন্তু আপনারা এখানে এ ভাবে—

চন্দ্র। এ ভাবে আর ও ভাবে। সব ভাবেই অখন অভাবে ঠেইক্যা গেছে। যাউক, আপনে আছেন তো ভাল ?

ভব। হ্যাঁ দাদা কোন রকমে কেটে যাচ্ছে—আপনাদের আশীর্বাদে, কিন্তু এসে যখন পড়েছি তখন তো এভাবে ষ্টেশনে পড়ে থাকা চলবে না!

চন্দ্র। কই যাইমু?

ভব। কোথাও জায়গা না হয় ছোট ভাইয়ের কুঁড়ে আছে।

চন্দ্র। হ' সে তো আছেই, আপনারা সৎ লোক—ভদ্রলোক—আপনারা আশ্রয় না দিলে যামু কই? বেশ কথা কইছেন, উত্তম কথা কইছেন। কিন্তু আমি এট্টা কথা কই রাগ করবেন না কন?

ভব। না—না—রাগ ক'রব কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

চন্দ্র। আমি কই যে—আমারে এট্টা বাসা টাসা দেইখ্যা দেন। আমরা তো স্বামী আর স্ত্রী, এট্টা ঘর আর এট্টু রান্দনের স্থান হইলেই চইলা যাইবো। বোঝছেন?

[ভবতোষ চেয়ে ছিল দীপার দিকে, যখন চন্দ্র মোহন কথা শেষ করলো—সে দিকে সে লক্ষই করে নাই, চন্দ্র আপন খেয়ালেই বিভোর]

চন্দ্র। কী কন্?

ভব। এ্যাঁ বাসার কথা বলছেন তো? হ্যাঁ—তা বাসা একটা ভাল বাসাই আছে।

চন্দ্র। আছে? কত ভাড়া?

ভব। ভাড়া বেশী নয়, আমার বন্ধুর বাড়ী, টাকা কুড়ি মত পড়বে মাসে মাসে। বাসা খুব ভাল, কী বলে গিয়ে—দুখানা শোবার

ঘর—একখানা রান্না ঘর; বাথরুম সব সেপারেট—মানে আলাদা।

দীপা। আলাদা হ'লেই ভাল হয়।

ভব। তাতো বটেই! বাড়ী খানা আমার হাতেই আছে অবিশ্যি আমাকে বায়নার টাকাও দিতে চেয়েছে। আমি নেইনি।

স্পীকার। শঙ্কর মিত্র আপনি কোথায় আছেন? যদি ইতিমধ্যে ষ্টেশনে এসে থাহেন তবে শুনুন—আপনার বড় মেয়ে সুষমা আর স্ত্রী আমাদের জিম্মায় রয়েছেন। আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করুন আপনার স্ত্রীর খুব অসুখ। শঙ্কর মিত্র হরিবিলসপুর বরিশাল—

[উভয়ে এই সংবাদে কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেল ভবতোষ আগে কথা বললে—]

ভব। যাবেন বাড়ীটা দেখতে?

চন্দ্র। অখন? অখন তক্ তো খাওয়াই হয় নাই।

দীপা। কতদূরে—বাড়ী?

ভব। বাড়ীটা কাছেই এখান থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা আসুন না চট করে বাড়ীটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

[অমিয় নামে একটী বালকের প্রবেশ]

অমিয়। ভবতোষদা, নৈহাটী গেলে না?

ভব। এই যে অমিয়! না—এ গাড়ীতে নৈহাটী যাওয়া হ'ল না।

আমার এই পরিচিত ভদ্রলোকটি পাকিস্তান থেকে এসে বিপদে পড়েছেন। ওঁকে সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীটা দেখিয়ে নিয়ে আসি। তুই যাবি সঙ্গে ?

অমিয়। যেতে পারি—

ভব। চলুন দাদা অমিয়কে পেয়ে ভালই হয়েছে ও বাড়ীটা চেনে।

চন্দ্র। (দীপাকে) তুমি কি কও ? যামু ?

দীপা। আমি কি বলব ? এখানে পড়ে থেকে যে কষ্ট হচ্ছে—তাতো দেখতেই পাচ্ছ। যদি একটা বাড়ীটাড়ী পাওয়া যায়—তাহলে তো বেশ ভালই হয়।

চন্দ্র। তা হইলে আসি গিয়া ? কী কও ?

ভব। আরে দাদা যেতে আসতে আধঘণ্টা লাগবে না।

চন্দ্র। হ' বুঝছি। চলেন।

[কিছুটা গিয়া আবার ফিরে দীপাকে বলল]

চন্দ্র। তুমি কোনখানে যাইবা না। যদি সেই রকম বোঝ তবে চিক্কইর দিবা বোঝলা ?

দীপা। (ঘাড় নেড়ে) তুমি কিন্তু বেশী দেরী ক'র না জেন ?

[ইঙ্গিতে হাত নেড়ে চন্দ্রমোহন, ভবতোষ অমিয় বেরিয়ে গেল—দীপা কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর ভাবান্বিত ভাবে ট্রাঙ্কের ওপর বসে পড়ল। সামনে দিয়ে সেই স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল]

মেয়েটী। আলো মুখী! মুখী—লো। আলো চক্ষের-জল ফেলতে ফেলতে আমি যে গেলাম রে মু———খী!

[চলে গেল। তাকে যতক্ষণ দেখা গেল—ততক্ষণ দীপা সেই দিকে চেয়ে রইল। দূরে সেই মুখী—মুখী ডাক শোনা গেল। দীপাকে দেখে মনে হয় সে ভয় পেয়েছে হঠাৎ মধুসূদন প্রবেশ করল]

মধু। এক কাম কর চন্দ্রমোহন, চন্দ্র নাই?

দীপা। [মাথার কাপড় একটু টেনে] না একটু আগে বাড়ী দেখতে গেছে!

মধু। কী দ্যেখতে গেছে?

দীপা। বাড়ী!

মধু। কই বাড়ী।

দীপা। একটু আগে একটা চেনা লোক—আস্‌ছিল সে—কইল তার হাতে বাড়ী আছে নাকি?

মধু। ওম্‌নি ফাল দিয়া বাড়ী দেখতে গেছে। কে লোক আস্‌ছিল? কেমুন চিনা?

দীপা। দুই বছর আগে অনাথের সাথে পূজার সময় আমাগো বাড়ী গেছিল।

মধু। এই চিনা?

দীপা। হ্’।

মধু। কোথায় গেছে বাড়ী দ্যেখতে?

দীপা। কাছেই তো কইল।

মধু। কাছে? কেমুন কাছে কইলকাত্তার সহর হক্কলই তো কাছে শিয়ালদহ থনে বেলিয়া ঘাটাও কাছে, চ্যাতলাও কাছে মোসলা পাড়া, রাজা বাজার ও কাছে। হিন্দুগো পাড়া বাগবাজারও কাছে। কোন কাছে? গেল কেন? ক্যান্ গেল? তোমাগো মত মুর্খ আমি আর দেখি নাই। মরো গিয়া, বাড়ী দেখতে গেছে। ক্যান্? যেখানে আছ এডা বাড়ী না? রাজ পুত্র। ঘর না হইলে আর চলতেছে না।

[হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। দীপা দাঁড়িয়ে রইল একটী আধুনিকা মেয়ে সেখান দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল, দীপাকে দেখে নিল, তারপরে কাছে এসে বললে।]

তরুণী। স্বামী কোথায় ভাই?

দীপা। কেন?

তরুণী। না, দেখছি কিনা দাঁড়িয়ে রয়েছ তাই।

দীপা। উনি একটা বাড়ী দেখতে গেছেন।

তরুণী। ও! এখান থেকে উঠে যাবে বুঝি?

দীপা। হ্যাঁ।

তরুণী। ভাল খুব ভাল, এ নরক কুণ্ডু থেকে যত শীগগীর উদ্ধারাওয়া যায় ততই ভাল—নইলে এখানে মানুষ থাকতে পারে না। আমি দুর্দ্দশা দেখি আর আমার চোখ ফেটে জল আসে। মনে মনে বলি ভগবান এরা এমন কী অপরাধ করেছিল যার

জন্য এই শাস্তি, এর কী শেষ নেই? তোমার নাম কী ভাই?

দীপা। দীপা!

তরুণী। বাঃ আর আমার নাম হ'ল শিপ্রা। চমৎকার মিল আছে দুজনার নামে না ভাই? এক কাজ করবে?

দীপা। কী?

শিপ্রা। সই পাতাবে আমার সঙ্গে?

দীপা। একি সই পাতানোর জায়গা? এই রকম পথের ধারে বসে নাকি কেউ সই পাতায়।

শিপ্রা। গঙ্গার ঘাটে যদি সই পাতাতে বাধা না থাকে—তবে ষ্টেশনে কেন সই পাতান যাবে না? আমরা আজ থেকে সই আজ থেকে তুমি আমার শুভদৃষ্টির সই।

দীপা। শুভদৃষ্টি [হেসে] আপনি ভারি মজার লোক তো; বসুন!

শিপ্রা। না ভাই বস্‌বো না। আমার কাজ হল দুনিয়া ছাড়া—দেরী হলে কথা শুন্‌তে হবে।

[বসলো]

দীপা। কাজ! চাকরী করেন নাকি আপনি?

শিপ্রা। কাজ মানে—সিনেমা করি! এই যে বায়স্কোপ দেখ তাতে আমি অভিনয় করি।

দীপা। বায়স্কোপ! ও! পার্ট করেন বুঝি?

শিপ্রা। তুমি বায়স্কোপে নামবে সই?

দীপা। আমি? [হেসে] না!

শিপ্রা। কেন? স্বামী বকবেন?

দীপা। না, তা নয় বকবেন কেন? স্বামী বুঝি স্ত্রীকে খালি বকে? তা নয়, তবে তাঁকে না জানিয়ে আমি কিছু করতে পারব না। তা ছাড়া উনি মতও দেবেন না—

শিপ্রা। তোমার ছেলেপুলে কী সই?

দীপা। বলে নিজেদের নিয়েই সামলাতে পারছি না—তার উপর আবার ছেলেপুলে থাকলে গিয়েছিলাম আর কি! আপনি কাজে যাবেন না!

শিপ্রা। না, আজ আর যাব না। নতুন সইয়ের অনারে আজ ছুটী!

দীপা। ভাল।

[ভবতোষের প্রবেশ]

ভব। বৌদি, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর বলুন কী কী বাঁধতে হবে।

দীপা। কী হয়েছে কী?

ভব। চন্দ্রদা অমিয়কে নিয়ে ওই বাড়ীতে অপেক্ষা করছেন উনি আর শিয়ালদহ আস্‌বেন না। আপনাকে বললেন নিয়ে যেতে।

ভব। উঠুন উঠুন আর দেরী করবেন না আপনাকে পৌছে দিয়ে তবে আমি কাজে যাব।

দীপা। উনি কোথায়?

ভব। বললাম তো উনি নতুন বাড়ীতে রয়েছেন। বাড়ী দেখে

এমন পছন্দ হয়েছে যে তক্ষুনি কুড়িটাকা Advance করে দিলেন !

দীপা। কি করে দিলেন টাকা তো আমার কাছে ওর কাছে তো একটা পয়সাও নেই।

ভব। সে তো জানি। টাকা দিলেন·মানে কি নিজের গ্যাঁট থেকে দেবেন? বাড়ীওয়ালা এসে সামনে দাঁড়াতেই উনি বললেন টাকা Advance করতে। আমার কাছে ছিল দিয়ে দিলাম। সে আমিই দিই আর সেই দিক দেওয়া নিয়ে হল কথা। আপনি আর দেরী করবেন না বৌদি।

শিপ্রা। কোথায় যাবার কথা হচ্ছে ভাই ?

দীপা। উনি গেছেন একটা বাড়ী দেখতে। শুনছি নাকি বাড়ী খুব পচ্ছন্দ হয়েছে বলে আমাকে নিতে পাঠিয়েছেন।

শিপ্রা। আপনি তার কাছ থেকে কোন চিঠি এনেছেন ?

ভব। আজ্ঞে না এমন হবে জানলে ষ্ট্যাম্পের উপর সই করিয়ে আনতুম্ দেখুন—নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই।

—আপনি যাবেন তো চলুন।

শিপ্রা। আপনি যে ওর স্বামীর কাছে থেকেই এসেছেন তার প্রমাণ কী ?

ভব। কী প্রমাণে ওর স্বামী আমার সঙ্গে বাড়ী দেখতে গেলেন ?

শিপ্রা। তোমার যা ভাল মনে হয় তাই কর ভাই আমি কিছু জানি নে।

[সরে দাঁড়াল]

দীপা। দেখুন আপনি এক কাজ করুন, আপনি তাঁকে ডেকে নিয়ে আসুন।

ভব। সারাটা দিন ধরে ওই করি আর কি? আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই পরোপকার না গুষ্টির পিণ্ডি তা হলে আপনি যাবেন না?

দীপা। আপনি গিয়ে ওঁকে—

ভব। না আমি পারব না। আমি এখান থেকে নৈহাটী চললাম।

দীপা। বারে। আপনি নৈহাটী গেলে উনি কার সঙ্গে ফিরে আসবেন?

ভব। সে আমি জানি না।

দীপা। বারে! আপনি না গেলে—

ভব। না আমি আপনাদের মাইনে করা চাকর নই যে হুকুম মত একবার সুকিয়া ষ্ট্রীট আর শিয়ালদহ ষ্টেশন করব। যাচ্ছিলাম নৈহাটী দেখলাম পরিচিত লোক যদি আমার দ্বারা একটু উপকার হয় তাই—না যান There ends the matter.

দীপা। [শিপ্রাকে] কি করি ভাই, আমার যে ভয় করছে তুমি একটু সঙ্গে চলনা সই!

ভব। উনি বুঝি আমার চাইতেও বেশী পরিচিত?

দীপা। তা না হলেও উনি মেয়েছেলে। ওঁকে আমার বেশী বিশ্বাস, চল না সই।

শিপ্রা। আমার তো এখন যাবার উপায় নেই সই, আগেই বলেছি চাকরী না করলেও আমি বেশী চাকর। এখানে অপেক্ষা করতে

হবে এখুনি হয়তো ডিরেক্টার এসে পড়তে পারে। সেখান থেকে out door এ যেতে হবে। তবে এক কাজ করতে পারি।

দীপা। কী?

শিপ্রা। আমার এক চেনা ভদ্রলোক কে তোমার সঙ্গে দিতে পারি। তিনি সঙ্গে যাবেন। তোমার কাজ সারা হয়ে গেলে তিনি নিজের কাজে চলে যাবেন। কেমন?

দীপা। বেশ!

শিপ্রা। ভয় নেই; আমার মত তুমি তাকে বিশ্বাস করতে পার।

দীপা। বেশ!

শিপ্রা। আমি তা' হলে তাকে ডেকে নিয়ে আসি?
তিনি এই ষ্টেশনেই কাজ করেন, যাবো আর আসবো!

[শিপ্রা পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ভবতোষ চীৎকার করে উঠল]

ভব। চালাকী করবার আর জায়গা পাননি আমাকে বিশ্বাস নেই আর ওই উট্‌কো মেয়ে মানুষের আনা লোককে বিশ্বাস আছে? না?

[শিপ্রা হেসে চলে গেল]

—চলুন আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

দীপা। না, আমি আপনার সঙ্গে যাব না।

ভব। যাবো না মানে? যেতে হবে। আমি আপনাকে জোর করে নিয়ে যাব। আপনার স্বামী আমার সঙ্গে গেছেন—জানেন?

[একজন দুইজন লোক জড় হইতে লাগিল]

তিনি সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন আর এখানে আপনি বলছেন যাবো না! তার মানে কী? কী আপনার মতলব তা কি আমি বুঝতে পারিনি মনে করেছেন? ঘাস খাই?

[দীপা কাঁদিতে লাগিল]

—চলুন এই সব জিনিষ পত্র কি আপনাদের?

দীপা। না! আমি আপনার সঙ্গে যাবো না!

ভব। নিশ্চয় যাবেন! কী কী জিনিষ নিতে হবে বলুন। বলুন বলুন দাঁড়াবার সময় নেই—অন্য কাজে যেতে হবে।

১ম দর্শক। উনি যাবে না বলছেন আপনি জোর করে নিয়ে যাবেন?

ভব। দরকার হলে তাই নিতে হবে—পাগলামীর একটা স্থান আছে মশায় ওঁর স্বামী আমার সঙ্গে বাড়ী দেখতে গিয়েছিলেন। বাড়ী পছন্দ হওয়াতে তিনি বাড়ী ওয়ালাকে টাকা advance করে দিয়ে আমায় বললেন আপনি গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসুন আমি ততক্ষণ ঘর দোরগুলো পরিষ্কার করিয়ে ফেলি—নিজের কাজ ফেলে এলুম ছুটে ব্যস এখন উনি বলছেন যাবো না। কেমন লাগে মশায়?

স্পীকার। শ্রীমতী কাজলরাণী চক্রবর্ত্তী আপনি যদি ষ্টেশনে ফিরে এসে থাকেন তব্ আমাদের কাছে আসুন। আপনার স্বামী আপনাকে পাগলের মত খোঁজাখুঁজি করছেন। শ্রীমতী কাজলরাণী চক্রবর্ত্তী গোপালগঞ্জ ফরিদপুর।

২য় দর্শক। আপনি এঁদের পরিচিত?

ভব। কেন বকাচ্ছেন মশায়? পরিচিত না হ'লে কি কেউ নিজের স্ত্রীকে আন্‌তে পাঠায়? পরিচিত আজ নয়। দু বছর আগের।

৩য় দর্শক। তাহলে যান ওঁর সঙ্গে।

দীপা। না—আমি যাবো না।

১ম দর্শক। তা হলে আপনি ফিরে গিয়ে ওঁর স্বামীকেই না হয় ডেকে নিয়ে আসুন।

ভব। হ্যাঁ আমার তো আর কাজ নেই।

[শিপ্রা একটি লোককে নিয়া প্রবেশ করল। লোকটীর চখে সুরমা গলায় হার—হাতে সোনার কবচ—পায়ে পামসু, মাথায় তৈল চিক্কন চুলের ঢেউ খেলান টেরী। চোখের চাউনীতেই বোঝা যায়—সে একটি লম্পট]

শিপ্রা। এই যে সই ইনিই আমার সেই পরিচিত ভদ্রলোক। সচ্ছন্দে তুমি এঁর সঙ্গে যেতে পার। তোমার স্বামী—যেখানে থাকুন ইনি তোমাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবেন। এর নাম মহাদেব মহান্ত!

মহাদেব। না না সে সব ভয় কিছু নেই। হামি ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব। কিন্তুক তুমি এত ভেজাল জুটাতে পার মাইরী। এই

শালার দাঙ্গা হওয়া ইস্তক—বোধ হয় বিশ পঁচিশঠো ইস্তিরী লোককে।

শিপ্রা। আপনার তো বেশী কথা কইবার দরকার নেই। আপনাকে যা বলা হয়েছে, তাই করুন।

মহাদেব। হাঁ্যা হাঁ্যা সে তো করবোই!

[সুটকেশ হাতে তুলিয়া]

লাও চলো। কত নম্বর মশায়? স্থকিয়া ইষ্টিট না কি?

ভব। তাহলে কী এঁর সঙ্গে যাওয়াই স্থির করলেন?

[দীপা এর ওর মুখের পানে চাইছে তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে]

শিপ্রা। আমার টাকাটা কি এখন শোধ দেবে মহান্ত?

মহাদেব। হাঁ্যা হাঁ্যা সব শোধ দিবে। কুচ্ছু বাকী রাখব না।

[মণি ব্যাগ থেকে টাকা বার করে]

শিপ্রা। আজ দুশো দাও।

মহাদেব। উহুঁ। দফে দফে লাও সিপিয়া দেবী। তোমার ভী চলবে হামার ভী চলবে।

[উচ্চ হাসি]

১ম দর্শক। **From the Frying pan into the fire, poor soul.**

[প্রস্থান]

শিপ্রা। যাও সই [ভবকে] নম্বরটা বলে দিন এঁদের।

ভব। তাহ'লে এই ব্যবস্থাই পাকা হ'ল ?

শিপ্রা। Naturally ! আপনাকে যখন বিশ্বাস করতে পারছিনা তখন এ অবস্থায় কী করে আপনার সঙ্গে যাওয়া চলে বলুন ?

ভব। যাকে আন্‌লেন—তার সঙ্গে যাওয়া চলে ?

শিপ্রা। নিশ্চয় ! উনি আমার পরিচিত।

মহাদেব। বেশী কথা বলবেন না মশায়। একটি থাঁপড়ে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিয়ে দেব। বলুন নম্বর বলুন।

ভব। বারো বাই বারো সুকিয়া ষ্ট্রীট।

মহাদেব। ব্যস ! খতম ! চলো ! এই কোলী মুটিয়া দো আদমী ইধার আও ! চলো হিয়া যিত্না মোট হায় সব উঠা লেউ।

[মুটে মোট তুলে নিল]

ভব। যান তাহলে ?

মহা। লাও চলো।

শিপ্রা। যাও সই !

১ম দর্শক। চলে যান চোখ বুঁজে ! যা হবার তাতো হবেই।

দীপা। না—আমি যাব না।

মহাদেব। সে কি ?

দীপা। না—আমি যাবো না। আমার স্বামী না এলে আমি কারো সঙ্গে কোথাও যাব না। তোমরা তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তোমরা তাকে মেরে ফেলেছ। আমি যাবো না—আমি যাব না—আমি যাব না।

শিপ্রা। হাঁ করে দেখছ কী মহান্ত ? ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওকে জোর করে নিয়ে যাও !

মহাদেব। যত সব ঝামেলা ! এই কোলী মুটিয়া ইধার আও ইস্‌কো পাকড়াও।

দীপা। না—না আমি যাবো না—আমি যাব না।

[বলতে বলতে দীপা ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটী ভদ্র লোকের সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল। এবং তাঁর পা দুটী ধরে]

দীপা। আপনি আমাকে বাঁচান আমাকে রক্ষা করুন। ওরা সবাই ষড়যন্ত্র করেছে, আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চাইছে। আমার স্বামীকে ওরা কোথায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে না হয় মেরে ফেলেছে। এখন আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। ওদের কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না। আপনি আমায় রক্ষা করুন আপনি আমায় বাঁচান।

নবাগত। আচ্ছা আপনি উঠুন আমি দেখছি উঠুন ভয় নেই আমার কাছ থেকে কেউ আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে না উঠে আমার সঙ্গে আসুন।

[ভেঙ্গা মুখে দীপা দাঁড়াল—ভদ্রলোক তার সঙ্গে জনতার মধ্যে গেল এবং নেপথ্যে সেই মেয়ে হারা মায়ের ডাক শোনা গেল]

নেপথ্যে। আলো মুখী তুই—কই গেলি লো !—মুখী—! মুখী—! মু—খী—ই।

নবাগত। কই !—কে চাইছেন এঁকে নিয়ে যেতে ?

[দেখা গেল ভবতোষ ও শিপ্রা নেই। মহাদেব স্যুটকেশ হাতে এখনো—দাঁড়িয়ে]

মহাদেব। আমি নিয়ে যাব বলে দাঁড়িয়ে আছি।

নবাগত। কোথায় নিয়ে যাবেন এঁকে ?

মহা। বারো বাই বারো স্বকিয়া ষ্ট্রিট।

নবাগত। [দীপার কে] চেনেন এঁকে ?

[দীপা মাথা নাড়ল]

মহাদেব কে]—কে আপনাকে বলেছে একে নিয়ে যাবার জন্য ?

মহাদেব। সিপিয়া দেবী !

নবাগত। সিপিয়া দেবী ! চেনেন নাকি ?

দীপা। না একটু আগে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

নবাগত। কোথায় তিনি ?

মহাদেব। সে হামার কাছে একশো টাকা নিয়ে চলিয়ে গিয়েছে।

নবাগত। দালালী ?

মহাদেব। না—সে—

নবাগত। এঁকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে যেতে চান তবে থানা অবধি যেতে পারেন আপনাকে সেখানে জিম্মা করে দেব আর—

মহাদেব। আপনি লিয়ে যাবেন ? লিয়ে যান তো কেমন দেখি !—

নবাগত। আমার এই দেহটা দেখে কি মনে হয় আপনার? ফুঁকো দেওয়া গরুর দুধে তৈরী, না অন্য কিছু! যেখানটা ধরব সেখানটা ভেঙ্গে দেব। শয়তান কোথাকার!

নবাগত। আস্থন আমার সঙ্গে! এই মুটিয়া বিলকুল উঠা লেউ!

দীপা। আমার স্বামী? তাঁর খোঁজ করবেন না?

নবা। মনে হচ্ছে এরা তাকে নিয়ে ভুল পথে ঘোরাচ্ছে। ইতিমধ্যে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা ছিল যা হক ভয়ের কিছু নেই তাঁকে পাওয়া যাবে আস্থন

[দীপা কোন প্রতিবাদ করল না নীরবে বেরিয়ে গেল, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। লোকজন যা ছিল সব একে একে চলে গেল। ঠিক সেই সময় আর একটি বাস্তুহারা পরিবার দীপার পরিত্যক্ত শূন্যস্থানে সতরঞ্চি বিছিয়ে মোটঘাট নামাল। একটি অতি শীর্ণ বৃদ্ধকে কোলে করে একটি যুবক আসছিল সে বৃদ্ধকে নামিয়ে দিল…]

স্পীকার। বাস্তুহারাগণ! আপনারা নতুন যাঁরা এই গাড়ীতে এলেন তাঁরা শুনুন। আপনাদের মধ্যে যদি কারও কোন আত্মীয় স্বজন কলকাতায় থাকেন তবে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। একা কোথাও যাবেন না। কারুকে বিশ্বাস করবেন না। নিজেরা সব কাছাকাছি থেকে ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

[প্রথম অঙ্কের যবনিকা নেমে এল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান :—দোতালার দেওয়াল বিহীন ছাদ। চারিটি থামের দ্বারা আবদ্ধ। একটী তরুণী বসে গান করছে। দুটি তিনটি বন্ধু ও বান্ধবী বসে গান শুন্‌ছে। গান শেষ হ'লে সকলে হাত তালি দিল। তিনটি বন্ধু ও একটী বান্ধবী—বন্ধু তিনটীর নাম রমেন, মোহন ও মতিসিং বান্ধবীর নাম মীনা। গায়িকার নাম নমামি]

নমামির গান শেষ হলে—

মোহন। গান শুনে যে মানুষ পাগল হয়—তার প্রমাণ তোমার গান।

মীনা। আবার গান শুনে মানুষের খুন চাপে—এ গান তারও প্রমাণ হ'তে পারে।

নমামি। না—না—আমার গান কি অতটা খারাপ ?

রমেন। অতটা খারাপ না হলেও Best of the worst lot বলা যেতে পারে।

নমামি। ও! আচ্ছা, আবার কোনোদিন বোলো গান গাইতে।

মোহন। তুমি বড্ড চায়ের টিপটে ঝড় তোল নমু! ঠাট্টা বোঝ না ?

মতি। Any way তোমাদের বাংলা গানের একটা Special charm আছে ভাই—

মীনা। যেটা তোমাদের পাঞ্জাবী গানে নেই।

মতি। একেবারে নেই বললে মিথ্যে বলা হবে। আছে, তবে সে কথার মাধুর্য্যে নয়—সুরের বৈচিত্রে। পাঞ্জাবী দেহাতী গান শুনলে মন নেচে ওঠে তার ছন্দে! যার বেশীর ভাগই আজকাল বোম্বে ফিল্মের আসরে ঢুকে পড়েছে।

মোহন। আচ্ছা, তুমি Screenএ নামো না কেন নমু?

নমামি। যেহেতু ভালবাসায় পড়া—আর ভালবাসার অভিনয় করা মুস্কিল বলে। Really it's a difficult job. কী করে যে মেয়েগুলো করে ভেবে পাইনা।

মীনা। কেন? এমন কি শক্ত ব্যাপার?

নমামি। খুব শক্ত। ধরো একখানা ছবিতে আমি মেয়ে আর শ্রীযুক্ত অমুক চন্দ্র তমুক আমার father. দুজনে অভিনয় কচ্ছি—বেশ একটা love and affection এর mood তৈরী হয়েছে, হঠাৎ আর একখানি ছবিতে দেখলাম আমি প্রিয় আর উক্ত অমুক চন্দ্র তমুক হচ্ছে আমার lover একই দিনে এই দুটো বিপরীত ধর্ম্মী mood create করা সহজ কথা?

মোহন। আমার মনে হয় অভিনয় করতে করতে mood বলে আর কোন বালাই থাকে না। যেমন থাকে না কড়া পড়া জায়গায় কোন অনুভূতি।

মতি সিং। Exactly so.

মীনা। আজকাল কিন্তু ছবিতে অনেক ভদ্রঘরের মেয়ে এসে পড়েছেন।

রমেন। with due respect, কেবল ভদ্র কথাটার দ্বারা দর্শক আকর্ষণ করা যায় না।

মোহন। জানি। তা'হলেও তার একটা charm আছে।

নমামি। সে charm তোমার চোখে থাকতে পারে কিন্তু আমার চোখে নেই।

মীনা। থাকা সম্ভব নয়, ধরো পূর্ব্ববঙ্গ থেকে যে সব refugee girls এখানে এসেছে, এরা কি সিনেমা অভিনয়কে বৃত্তি বলে মেনে নিতে পারবে ?

রমেন। বোধ হয় না। কেন না প্রধান বাধা হ'ল—তাদের ভাষা।

মীনা। Absurt. দীপাদির ভাষা কোন খানটায় পূর্ব্ব বঙ্গীয় ?

নমামি। Byjove! দীপা এখনো চা দিয়ে গেল না কেন ?

[উঠে সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাকতে লাগল]

নমামি। দীপা! দীপা! দীপা—এই যে! এত দেরী হ'ল কেন ?

[শান্তপদে দীপা উঠে এল। তার হাতে একটি ট্রে, তার ওপর পাঁচকাপ চা ও রুটি, প্লেটে দুটি করে সিঙাড়া একখানি করে বিস্কুট ও একটী করে ছোট সন্দেশ। সে এসে নীরবে ট্রে টেবিলের ওপর রেখে কাপ ও প্লেটগুলি নামিয়ে দিতে লাগলো]

নমামি। তুমি হচ্ছ মূর্ত্তিমতী failure, মা চেষ্টা করছেন বাবা চেষ্টা করছেন আমরা চেষ্টা করছি, যদি তুমি সভ্য-ভব্য হও,

একটু মানুষ হও,—কিন্তু নয়ঃ সকলের সবচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তুমি যে জানোয়ার সেই জানোয়ারই থেকে গেলে !

মীনা। Ah don't you be rude. যাও দীপাদি, নীচে নিশ্চয় অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। (দীপা ঘাড় নাড়ল) আচ্ছা, যাও তুমি।

মীনা। Brute.

নমামি। মানে ?

মীনা। মানে কিছুই নেই। এ কথা তুমি ওকে বলতে পারনা, কে বলতে পারে দেশে হয়ত তোমার চাইতে ওর status অনেক বড় ছিল।

নমামি। তাতে কী গেল এল, দশ বছর আগে খাওয়া ঘিয়ের গন্ধ হাতে লেগে থাকে না।

মীনা। তা থাকে না, কিন্তু ঘিয়ের মেজাজটা থেকে যায়। বনস্পতি দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না।

রমেন। এসব কি হচ্ছে ?

নমামি। না এ অনধিকার চর্চা। আমার maid servant সম্বন্ধে অন্য লোকের উপদেশ আমি শুনবো না।

মীনা। দীপাকে যে maid servant বলে সে at all sane কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

নমামি। দীপা maid servant.

মীনা। না।

[মঞ্চ ঘুরিল]

[দৃশ্য ঘুরে গিয়ে সামনে এল, ছোট একখানি পরিচ্ছন্ন শয়ন কক্ষ। ছিমছাম মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। দেখা গেল প্রোফেসার বরেন মিত্র একখানি ইজিচেয়ারে শুয়ে একটি ইংরেজী বই পড়ছেন, আর ঘরের মধ্যে দৃপ্তা সিংহিনীর মত পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন—মিসেস অরুন্ধতী মিত্র]

[দৃশ্য ঘুরে এসে স্থির হবার পূর্ব্বেই পাশের কথাগুলি অন্ধকারের মধ্য থেকে মেয়েলী গলায় শোনা গেল]

অরু। (নারীকণ্ঠ) তবু বলবে না। আমার নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে বলো তুমি! আমি যা দেখেছি আমার মন যা বলেছে তাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।

[AFTER FIXATION OF THE SCENE]

কেন তুমি এ আপদ এনে ঘরে ঢোকালে ?

প্রাঃ মিত্র। (বই বুকে রেখে) খুব একটা ভাল গানের রেকর্ডের যদি কোন একটা জায়গায় cracked হ'য়ে যায় আর সে জায়গাটা যদি ক্রমাগত তোমার কানের কাছে বাজতে থাকে, কেমন লাগে অরু ?

মিসেস মিত্র। আমার বক্তব্যটা cracked হ'য়ে গেছে—এই কথা বলতে চাইছ তো ?

প্রাঃ মিত্র। যদি তাই বলি—অন্যায় বলবো ?

মিসেস্। নিশ্চয় অন্যায় বলবে। বুদ্ধি তোমার চিরদিনই কম তার জন্ত

আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তুমি জেনেশুনে ইচ্ছে ক'রে এরকম একটা জলজ্যান্ত আগুনকে পথ থেকে কুড়িয়ে আনলে কেন?

প্রোঃ মিত্র। এইজন্য আনলুম অরু যে কোন হনুমান যদি এই আগুনের টুকরোটিকে নিজের লেজের সঙ্গে বেঁধে নেয়—তাহলে অচিরাৎ একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটবে।

মিসেস্। তাতে তোমার কি? তোমার ঘর তো পুড়তো না।

প্রোঃ মিত্র। তা পুড়তো না। কিন্তু আমার যুক্তি হচ্ছে অন্যের ঘরইবা পুড়বে কেন?

Myke। তুমি মিথ্যে কথা বলছো বরেন মিত্র। দীপাকে দেখা মাত্র তোমার মনে যে ঢেউ উঠেছে তার দোলায় কি তুমি দুলছোনা? নারীব রূপ সেতো চিরন্তনী প্রকৃতির মতো। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে সে তার রূপ রস গন্ধ বর্ণের ডালা সাজিয়ে নিয়ে প্রতীক্ষারতা—যৌবন নিকুঞ্জে অনন্ত পথিকের পদধ্বনির আশায়,—তাকে যদি তুমি আমন্ত্রণ ক'রে এনেই থাকো তোমার বাড়ীতে তাতে তো অন্যায় কিছু করোনি বরেন মিত্র।

বরেন। মোটেই না!

অরু। কী মোটেই না!

বরেন। এ্যাঁ! না। আমি বলছিলাম যে তোমার কথাটাকে কিছুতেই মনের মধ্যে মানিয়ে নিতে পাচ্ছি না। তবে একটা কথা আমি ভাবছি জানো? ভাবছি, তুই ছোট, তুই ঘৃণ্য, তুই

অস্পৃশ্য। এই কথা—বারম্বার স্মরণ করিয়ে দেবার ফলে ভারতবর্ষের আর্য্য সন্তানগণ দেশ জোড়া এক ক্ষুদ্র জাতির সৃষ্টি ক'রে ফেললেন ; আর তুমি—

অরু। আমি বারম্বার তোমাকে অন্যায় করেছো, অপরাধ করেছো, অসদাচরণ ক'রেছো, বলতে বলতে, তুমি সত্যিই একদিন তাই করে ফেল্‌বে, এই কথা বলছো তো ?

বরেন। আহা! ওটা কথার কথা। কিন্তু রাখালের গরুরপালে একদিন এই ভাবেই তো সত্যি বাঘ পড়েছিল অরু !

অরু। বেশ তো তাই করো ! তুমি অন্যায় কোরো অপরাধ কোরো আমি কিছু বল্‌বো না !

Myke। কিন্তু সেদিন তুমি কোথায় দাঁড়াবে—অরুন্ধতী মিত্র। এই দম্ভ, এই আভিজাত্য এই মাথা উঁচু ক'রে চলা সবই যে ধূলোয় মিশিয়ে যাবে জানি !—

[এক মুহূর্ত্তকাল অরুন্ধতী কি যেন ভাবলো। তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো ভয়ের চিহ্ন। পরক্ষণেই সে ছুটে গিয়ে স্বামীর চেয়ারের হাতায় ব'সে প'ড়ে ডান হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো। কণ্ঠে মধু ঢেলে বল্‌লো]

অরু। আচ্ছা সত্যিই তুমি পারো ? পারো তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে ! বলো, সত্যি ক'রে ব'লো ! পারো ?

বরেন। আমি ? বোধ হয়—

Myke। পারো ?

বরেন। না পারি না। তুমি, তুমি পারো?

অরু। আমি? বোধ হয়—

Myke। পারো না!

অরু। হ্যাঁ পারি।

[দুজনেই হেসে উঠলো]

[হঠাৎ সে সময় দীপা ঘরে ঢুকে পড়লো। সে স্বামী স্ত্রীর এই ঘন সন্নিকট অবস্থা দেখে একটু লজ্জিত হ'ল, কিন্তু তখন আর ফিরে যাবার কোন উপায় নেই; কেননা তাকে ওরা দেখেছেন। অরুন্ধতী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র গলায় প্রশ্ন করলো]

অরু। কী? কী চাই?

দীপা। উনুনে কি কয়লা দেব দিদি?

অরু। Impertinent fool, ন্যাকামী করবার আর জায়গা পাওনি! গাছের সঙ্গে বেঁধে চাবুক লাগানো উচিৎ তোমাকে, ইডিয়েট কোথাকার!

[দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। দীপা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। এইবার যাবার জন্য পা বাড়াতেই বরেন ডাকলেন]

বরেন। শোন!

[দীপা ফিরে দাঁড়াল]

বরেন। এস আমার কাছে।

[দীপা মন্ত্র চালিতের মতো কাছে এল]

ব'স এখানে !

[দীপা দাঁড়িয়ে রইলো]

তুমি শুনেছো বোধ হয় তোমার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায়নি ? এই তিন মাস ধরে আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি, প্রত্যেকটি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি ।

Myke । মাসে একবার করে !

বরেন । হ্যাঁ,—রেডিওতে announce করেছি ।

Myke । মাত্র একদিন !

বরেন । হ্যাঁ ! এ ছাড়া প্রত্যেকটি থানায়—

দীপা । আমি জানি ! আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই । আপনার মত—

বরেন । না—না— সে সব কিছু না, আসল কথা, সবই কাজে লাগতো যদি তোমার স্বামীকে পাওয়া যেতো । তবে আমার এখনো বিশ্বাস যে তিনি এই সহরের কোথাও না কোথাও আছেনই । আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবেই । তবে মাঝে এই দুঃখের ভোগটুকু সেরে নিতে হবে ।

দীপা । যদি একদিন দুদিন কেন, তার জন্য যদি আমাকে একজন্মও অপেক্ষা কর্ত্তে হয় আমি তাও করবো…আমি যাই দিদি হয় তো অপেক্ষা করছেন ।

বরেন । যাও (দীপা গমনোদ্যতা) আর একটা কথা লক্ষ্য

করেছি। এরা তোমাকে যখন তখন বকাবকি করে এমন কি অপমানও করে। আমার অনুরোধ তাতে তুমি কিছু মনে কোরো না!

দীপা। নানা আমি কিছু মনে করি না। আমি জানি আমার দোষ হয় বলেইতো দিদি আমায় বকেন। আমি এসে নূতন একটা দুর্ভাবনার বোঝা তাঁর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছি অন্য মানুষ হলে কবে তাড়িয়ে দিতো উনি বলে তাই সহ্য করেন।

বরেন। যাই হোক যে ভাবেই কথাটাকে নাও মোট কথা আমার মুখ চেয়ে তুমি এটাকে সহ্য করো।

মাইক। তোমার মুখ চেয়ে কেন। ও নিজের মুখ চেয়েও সহ্য করবে!

দীপা। (চোমকে) কী করবো?

বরেন। বেশ তাই কোরো! তোমার মুখ চেয়েই সহ্য কোরো।

নেঃঅরু। দীপা!

দীপা। যাই দিদি।

নেঃ অরু। কী করছো তুমি এতক্ষণ ওঘরে?

(দীপা বেরিয়ে গেল, অরু প্রবেশ করলো)

অরু। যেটা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। কেন তুমি বারে বারে আমায় দিয়ে তাই সহ্য করাবে?

বরেন। কী হ'ল কী?

অরু। কী হল? **Why you are so much interested in the refugee girl?** একটা অশিক্ষিত গ্রাম্য ছোট লোকের মেয়ের

মধ্যে তুমি এমন কী দেখলে গো যে কিছুতেই তার কথা ভুলতে পারছো না।

বরেন। আমি যে ওকে ভুলতে পারছিনে—তাইবা তুমি ভুলতে পাচ্ছ না কেন? আমি যে ওর রূপটাকে বাদ দিয়ে ওর দুর্ভাগ্যটাকে Sympathy করছি না এটা কেন তুমি মনে করতে পারছো না?

অরু। এতক্ষণ এ ঘরে ও করছিল কি?

বরেন। কাঁদছিল!

অরু। তুমি ছাড়া ওর কান্না দেখার কি আর লোক নেই?

Myke? অরুন্ধতী মিত্র, আবার তুমি ভুল করছো। জানতো পুরুষ কখনো বুড়ো হয় না। সে চির তরুন, চির নবীন, চির যুবা। নূতনের প্রতিলোভ তার চিরকালের, তোমার ঝরে যাওয়া যৌবনের সঙ্গে কড়া কথা মিশিয়োনা ঠকবে!

অরু। কিন্তু আমি যে সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনে—কিছুতেই যে আমি সহ্য কর্ত্তে পারছিনে।

Myke! না সহ্য করলে ওর চোখের জল হয়তো একদিন তোমার চোখ দিয়ে ঝরে পড়বে।

[বরেন মিত্র উঠে এসে ধীরে ধীরে স্ত্রীর কাঁধ ধরে বললেন]

বরেন। কি হ'য়েছে অরু?

অরু। Don't do it. my beloved. for gods sake don't do it. আমাকে না হারিয়ে ওকে তোমার পাবার উপায় নেই,

তাই বল্‌ছি ওর দিকে আর মনোযোগ তুমি দিয়ো না দিয়োনা দিয়ো না। তোমার dignity কোথায় গেল? তোমার Pre stige কোথায় গেল? কোথায় গেল তোমার Personality!

বরেন! অরু! তুমি শূন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছো!

অরু। (একটু চেয়ে থেকে) আমি শূন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছি বেশ, আর করবো না।

[দরজা অবধি গিয়ে ফিরে এল]

অরু। আমার মাসীর ছেলে অনুপমকে যে একটা খবর দিতে বলেছিলাম তাকি দিয়েছো!

বরেন। নিশ্চয়ই। আজ কালের মধ্যেই সে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করে যাবে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস করবো?

অরু। করো!

বরেন। হঠাৎ অনুপমের মতো একটি বিশুদ্ধ লম্পট আর প্রসিদ্ধ জুয়াড়ীকে তোমার কী দরকার পড়লো জানতে পারি কী?

অরু। না। কারণটা ব্যক্তিগত!

[প্রস্থান।

[অরুর প্রস্থানের পরে একা বরেন চেয়ারে বসে রইল, তারপর বইখানি কুড়িয়ে দেখতে লাগলো]

মাইক। Impossible. এই সব বাস্তুহারার ভাগ্য পরিবর্ত্তন ভগবানের ইচ্ছা নয়। পূর্ব্ববঙ্গের স্থির জলের পদ্ম এরা পশ্চিম বঙ্গের

স্রোতের ধারায় ভেসে চলেছে। চলেছে কাল-সমুদ্রের মহা পরিণতির দিকে। পথের মাঝে কেউ যাবে ম্লান হয়ে শুকিয়ে। কারুর পাপড়ি পড়বে খসে। কেউ চলে যাবে বিপরীত স্রোতে। জীবন নদীর বদ্ধ জলায় গতিহীন শৈবাল দলে এরা মূল ওপড়ান বনস্পতি। পূর্ব্ববঙ্গের নদীমাতৃক মাটিতে এদের প্রাণ। পশ্চিম বঙ্গের অপরিচিতা ভূমিলক্ষ্মী এদের রক্ষা করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। কেন তবে মিছিমিছি একে তুমি তুলে আনলে জন ভাগ্যের নিশ্চিত পরিনাম থেকে? তোমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে এই শ্যামলী বনলতা! কী প্রতিকার করবে তুমি তার। কী করবে প্রোফেসার বরেন মিত্র?

[বরেন মিত্র হাতের বই ফেলে দিয়ে পাইচারী করতে লাগলো]

(দৃশ্য ঘুরছে)

তৃতীয় অঙ্ক

[আগের সেই ছাদ। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ছাদে আর কেউ নেই,—শুধু চুপ করে বসে আছে নমামি! এর দিকে পেছন ফিরে সহরের দিকে চেয়ে আছে মতিচাঁদ। একটু নীরবতার পর মতিচাঁদ ফিরে এসে বল্‌লো]

মতি। কিন্তু কাজটা কতখানি অন্যায় হবে, তাকি তুমি ভেবে দেখেছ নমু ?

নমামি। দেখেছি দেখেছি আমি ভেবে দেখেছি। তোমরা যারা বাস্তুহারা, তোমরা যারা আজ ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছো—সহায়, সম্বল, আশা ভরসা কিছু নেই—তোমাদের সাহায্য করবার প্রেরণা তোমাদের আপন করবার উৎসাহ আমি যদি প্রথমে না দেখাই তবে এ কাজ কোনদিনই হবে না। তা জানো ?

মতি। জানি! কিন্তু প্রশ্ন উঠবে বাস্তুহারা তো বাংলা দেশেও ছিল, তবে এত নিজের লোক থাকতে হঠাৎ নমামি একজন পাঞ্জাবীকে বিয়ে করতে গেল কেন ?

নমামি। আমি তার উত্তরে বলবো—পাঞ্জাব আজ বিপদগ্রস্ত হ'য়ে বাংলার বুকে আশ্রয় নিয়েছে বাঙালী তাকে ঘরে ডেকে নেবে না

কেন? সেকি শুধু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে বাঙালীর গৃহস্থালি দেখবে?

[মাত চুপ]

নমামি। আমি জানি মতি, তুমি কী ভাবছো?

মতী। কী বলতো?

নমামি। তুমি হয়তো ভাবছো যে নমামি আমার বাপের লক্ষ লক্ষ টাকা দেখে হঠাৎ লোভে পড়ে এ কাজ কর্‌ছে।

মতি। ছি ছি নমু! কি করে তুমি একথা বললে? তুমি জানো, আমি তোমায় কতখানি ভালবাসি, আমি বোধ হয় তোমার জন্য দরকার হ'লে প্রাণও দিতে পারি।

নমামি। বেশ। তবে সেই প্রাণ আর তোমাকে অন্য কোথাও দিতে হবে না। প্রাণ তুমি আমাকেই দাও মতি। দেখ আমি তার যত্ন করতে পারি কিনা—ছাখো আমি তার মর্য্যাদা দিতে পারি কি না।

মতি। বাবাকেও একবার বলবো না?

নমামি। কার বাবাকে?

মতি—আমার বাবাকে!

নমামি। আমি যখন আমাদের বিয়ের কথা বাবা মাকে বল্‌ছি না, তখন তুমিই বা কেন বলবে? একমাস পরে আমরা Declare করবো।

মতি। আচ্ছা, কিন্তু আমাকে যে বাড়ী যেতেই হবে।

নমামি। বেশ তো, যাবো।

মতি। তুমিও যাবে?

নমামি—এখন থেকে অর্থাৎ আজ থেকে তোমার সব কাজের মূলেই থাকবো আমি। কাজতো বটেই এমনকি তোমার স্বপ্নও হবে আমিময় **Let's start.**

মতি। একটা কথা—

নমামি—বলো!

মতি। আজকেই আমার মনে হচ্ছিল দীপাকে যদি আমি কিছু টাকা দিই—

নমামি। না!

মতি। দেব না?

নমামি। না। কেন না জীবনের লোভ এখন ওর কাছে এত বড় যে এর ওপর অর্থের লোভ দেখালে অনর্থ হবে। যে পথে এখন চলেছে টাকা পেলে একেবারে উল্টো পথে যাবে।

মতি। সত্যি ভারী কষ্ট হয় ওর মুখের দিকে চাইলে!

নমানি। সে কষ্ট ইতিহাসের কষ্ট। চেঙ্গিস্ খাঁর গল্প পড়লেও আমাদের ঠিক এমনি কষ্ট হয়। এ ব্যাপার ভারতবর্ষে নতুন নয় মতি! বিধর্মীর বহু অত্যাচার বহুবার অমাদের সইতে হয়েছে, তবে এবারকার নূতনত্ব হচ্ছে আক্রমণটা হয়েছে—ভারতের ভেতর থেকে অন্যান্য বারের মতো বাইরে থেকে নয়। চলো!

মতি। একটা স্যুটকেশ নেবে বললে!

নমামি। বাইরের ঘরে রেখে এসেছি, সেটা নিয়ে যাবো। আর সেই সঙ্গে

রেখে যাবো একখানা চিঠি যেটা আমাদের চাকর ঠিক আধঘণ্টা পরে মায়হাতে দেবে।

মতি। মা কিন্তু খুব shocked হবেন।

নমামি। এটা তার পাওনা। চলো।

[মতি ও নমামি বেরিয়ে গেল একটু পরে দীপা উঠে এল ছাদে। যে আলোটা জ্বলছিলো সেটাকে দিল নিভিয়ে। চাঁদের আলো এসে পড়লো ছাদের এখানে ওখানে। দীপা এগিয়ে গিয়ে রেলিং ধরে সহরের দিকে চেয়ে রইল। পাশের কোন একটা বাড়ীতে রেডিও খুলে দিল শোনা গেল।

..................প্রতিষ্ঠান। এখন মধুশ্রী মজুমদার আপনাদের আধুনিক বাংলা গান গেয়ে শোনাচ্ছেন—

গান

এই সঙ্গে দীপার মন বলে চলেছে—সব শেষ। আশা, অকাঙ্ক্ষা, হাসি, গান, আনন্দ উৎসব সব শেষ। কোথায় গেল স্বামী, কোথায় গেল আত্মীয় পরিজন, কোথায় গেল জীবনের সুখ শান্তি। আর সেদিন কখনো ফিরে আসবে না......বর্ষার দিনে কুলে কুলে ছাপিয়ে পড়বে গ্রামের নদী উজান বেয়ে চলবে জেলে ডিঙ্গির দল, —সেদিন আর আসবে না। শরতের দিনে নীল আকাশ-মাটিতে চুমো খেয়ে বয়ে নিয়ে যাবে খাসের বুকে তার অশ্রু বিন্দু, উঠান ছেয়ে

থাকবে নতুন ফোটা শিউলি ফুলে—সে থাকবে না। মাঠ ভরা ধানের সমুদ্র দুলবে হাতছানি দেবে ঢেউ তুলে তুলে, ফিরে আয় দীপা ফিরে আয় ডাকবে কোকিল, ডাকবে ডাহুক, ডাকবে দীপা বলে কিন্তু সে থাকবে না। বাঙ্গলা ভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীও ভাগ হ'য়ে গেছে—ছেলে মেয়েদের দল লোহা হ'য়ে গেল লোহা! মধুসূদন দাদা, ঠিকই বলেছেন—হারাধনের দশটি ছেলের আর একটিও রইলো না............

পরিবর্ত্তন

['খ' নম্বরের শয়ন কক্ষ। দেখা গেল বরেন মিত্র সেখানে উপস্থিত নাই। পরিবর্ত্তে বসে আছে একটী লক্কা পায়রার মত চোখে কালীপড়া যুবক, আর তার সামনে আছেন অরুন্ধতী মিত্র,। যুবকটী পূর্ব্বোক্ত অনুপম]

অনু। ত'রপর ?

অরু। তারপর আবার কী ?

অনু। তারপর নেই ?

অরু। কী আছে ?

অনু। ম্যাও ধরবে কে ? আমি টিকিট কাটতে পারবো না। তুমি জানো না অরুদি, সম্প্রতি আমার কী রকম Crisis যাচ্ছে। ঠিক ভারতবর্ষের Political crisis এর মতো। চাল আনি তো চিনি ফুরিয়ে যায় আবার যখন গম যোগাড় করে আনি, তখন দেখি চাল চিনি কিছু নেই। ফলে পকেটের খাদ্য সংকট

আর কিছুতেই কম্‌ছে না।···এ অবস্থায় তুমি বলছো বটে একটী সুরূপা সুবেশা তরুণীকে নিয়ে এই গহন রাতে সিনেমায় যেতে—অবিশ্যি এতে রোমাঞ্চিত হবারই কথা কিন্তু—

অরু। তোর দেখছি কোন উন্নতিই হয়নি :—

অনু। নাঃ কী করে হবে। বয়সকালে ঠিক উন্নতির মুখটাতেই কতকগুলো মেয়েছেলে এসে পড়লো জীবনে। "উষার উদয় সম-গুণ্ঠিতা তুমি অকুণ্ঠিতা।" অতএব আমিও দ্বিরুক্তি না করে তাদের নিয়ে এমন মাতাই মাতলুম যে, বল্‌তে গেলে প্রায় সব রকম আনন্দই পাওয়া গেল Exepting that উন্নতি।

অরু। আমি তোকে সিনেমায় যেতে বলছি?

অনু। তবে কোথায় যেতে বলছো! এই বলছো ওকে নিয়ে সিনেমায় যা, আবার বলছো সিনেমায় যেতে বলছি না। ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার ক'রো অরুদি। তোমার ওই দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। কোথায় যেতে বলছো বলতো?

অরু। সিনেমা যাবার নাম ক'রে যেখানে ইচ্ছে ওকে নিয়ে যা না!

অনু—তারপর?

অরু। তারপর আবার কী?

অনু। তুমি অবশ্য খুব বুদ্ধিমতী দিদি, তাই ঠিক এই তারপরটাকেই এড়িয়ে যাচ্ছো।

অরু। তারপরটা কী 'তাই বল্‌না! টাকাতো?

অনু। আবার কি? বর্ত্তমান শতাব্দীর আর কি কথা আছে! টাকা

ধর্ম্ম, টাকা কর্ম্ম, টাকাহি পরমন্তপঃ যস্ত গৃহে টাকা নাস্তি স খালি ঠকঠকায়তি।

অরু। বেশতো আমি তোকে দিচ্ছি—হাজারখানেক টাকা।

অনু। পায়ের ধুলো দাও দিদি। এ সব ব্যাপারে তুমি লোক খুব ভাল। এমন চট করে বুঝে ফেল কিন্তু ব্যাপারটা কী বলতো? ওকে বাড়ীতে রাখতে চাইছো না?

অরু। না!

অনু। কেন? বেচারা বাস্তহারা বস্তু। ও তোমার ক্ষতিটা করলে কী?

অরু। ওরে মুক্ষ্য তাই যদি বুঝবি, তাহলে তোর এই দশা হয়?

অনু। সেটা ঠিক বলেছো আমার দশ দশা। finished, যাকৃগে বলো।

অরু। ওকে নিয়ে গিয়ে এমন একজায়গায় রাখতে হবে যেখান থেকে ওর আর ফিরে আসার উপায় থাকবে না।

অনু। তারপর জামাইবাবু যদি কোন দিন জান্‌তে পারে—

অরু। সে ভাবনা আমার!

[বরেন মিত্রের প্রবেশ]

বরেন। কিগো! হঠাৎ রাত্রিকালে ভাই বোনের কন্‌ফারেন্স হচ্ছে কি জন্য?

অরু। না, ও আসেনি অনেক দিন, তাই ওকে বকৃছিলাম।

বরেন। অর্থাৎ ওর সংশোধনের আশা এখনও আছে।

অনু। ভাল হবার একটা উচ্চাশা কিন্তু আমার বরাবরই আছে জামাই বাবু। অবশ্য যদি বিশ্বাস করেন, তাহ'লে বলি ভাল খানিকটা হয়েছি।

অরু। ও, দীপাকে নিয়ে একটু সিনেমায় যেতে চাইছে।

বরেন। হঠাৎ of all persons দীপাকে নিয়ে?

অরু। পরিচয় হ'য়েছে ভাললেগেছে তাই।

বরেন। আমায় বললে কেন একথা?

অরু। তোমার জানা দরকার!

বরেন। আমি যদি বারন করি—

[অরু ও অনু দুজনেই চমকে বরেনের দিকে চাইলো। বরেন হেসে বললো [

বরেন। ভয়পেয়ে গেলে? আচ্ছা তবে যা ইচ্ছে করতে পার, তবে আমার Protest রইলো।

[প্রস্থান।

অনু। এই একটি মহিষাসুর মার্কা মানুষ, দেখলেই মনে হয় গুঁতিয়ে দেবে। জান অরুদি যে বছরে একবার হাঁসে সে হচ্ছে Dangerous লোক।

অরু। বছরে একবার হাঁসে? কবে হাঁসে!

অনু। ওই যে বিজয়া দশমীর দিন সিদ্ধি খেয়ে!

[অরু হেসে উঠলো]

অরু। নাঃ আর দেরী না। এ মানুষটাকে আমার বিশ্বাস নেই। ওর মত বদ্‌লাতে একমিনিট, দীপা! দীপা! দীপা!…দীপা!

[ওপর থেকে দীপা নেমে এল। ম্লানমুখী আরক্ত নয়না দীপা]

দীপা। আমায় ডাকছেন দিদি?

অরু। হ্যাঁ ভাই! তোমার মন ভাল নেই দেখে আমি আমার এই ভাইকে আনিয়েছি তোমাকে একটু সিনেমায় পাঠাবো বলে। তুমি ওর সঙ্গে যাও ভাই, শরীরটাও ভাল হবে। মনটাও ভাল থাকবে।

দীপা। এত রাত্রে, আজ নাই বা গেলাম দিদি কালকে দিনে না হয়—

অরু। না—না—আজই যাও। ও বড্ড আশা করে এসেছে তোমার সঙ্গে যাবে বলে—

দীপা। কিন্তু এত রাত্রে—

অরু। আমার ভায়ের সঙ্গে তুমি সিনেমায় যাবে এর মধ্যে রাত্রের কথা তুমি কেন তুলছো দীপা?

[দীপা নীরব]

তাহ'লে কি তুমি ইচ্ছে ক'রে আমাকে আমার ভায়ের কাছে অপমান করতে চাও?…জবাব দাও না?

দীপা। আমার মন ভাল নেই দিদি!

অরু। মন আমারও ভাল নেই দীপা! মেয়েছেলের মন নদীর জোয়ার ভাঁটার মতো হাসি কান্নার খেলা। কোথায় আমি তোমার

মন ভাল করার একটা ব্যবস্থা করলাম, আর ই'চ্ছে করে তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? আমি তোমার কোন ক্ষতি করেছি?

[দীপা নীরব]

অনু। যদি খুব অস্থবিধে না হয়, আর আমাকে নিতান্তই বাঘ ভল্লুক মনে না হয়, তাহ'লে চলুন কাছাকাছি একটা সিনেমা দেখে আসি। অবশ্য মাপ করবেন—বাংলা বইয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই, যাব ইংরাজী ছবিতে।

দীপা। আমার ভাল লাগছে না দিদি!

[কেঁদে ফেল্‌লো]

অরু। ভাল লাগবে—যাও, কাপড় জামা পরে এসো।

দীপা। কাপড় জামা পরবার দরকার নেই, আমি এমনি যাবো।

অরু। বেশ। যাও অনু।

[দীপা ও অনু বেরিয়ে গেল। অরু নিশ্চিন্ত হ'য়ে বস্‌তে যাবে, এমন সময় চাকর এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠি পড়ে ভূতের মত চেয়ে রইল অরুন্ধতী। ঘরে ঢুকলো বরেন মিত্র। সে অরুন্ধতীকে দেখে উচ্চ হাস্য ক'রে উঠলো। ভূতের মত প্রেতের মত সে হাসি—অবাক হ'য়ে অরু চেয়ে রইলো স্বামীর দিকে......]

[দৃশ্য ঘুরিতেছে]

[চোরা কারবারী ও বদ্‌মাইসদের আড্ডা পুরোদমে জমে উঠেছে। একটী মেয়ে নাচছে। কতকগুলি লোক ব'সে পেষাদা করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতিস্থ নয়। থেকে থেকে হৈ হৈ ক'রে উঠ্‌ছে। মাঝখানে ব'সে আছে একটী লোক, তাকে মনে হয় স্বতন্ত্র। শিক্ষা-দীক্ষার ছাপ এখনো একেবারে মুছে যায়নি। নাচ শেষ হ'য়ে গেল।

সর্দার। আচ্ছা বুলবুল, এখন তোমার ছুটি। অনেক নেচেছ। মনকেও নাচিয়েছ, এবার জিরো ওগে।

শম্ভু। একখানা গান হ'লে মন্দ হ'তো না।

সর্দার। না, আজ আর গান নয় এবার সব কেটে প'ড়ো একে একে। ভজা তুই বাড়ী যাবিনি!

ভজা। যাবো।

[নেশায় ভোর]

সর্দার। তবে যা। এর পর বেশী রাত হ'লে মুস্কিলে পড়বি।

[ভজা উঠে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন লোক উঠে পড়লো]

জীবন। আমরাও যাই ওস্তাদ!

সর্দার। হ্যাঁ। কালকে সন্ধ্যে থেকে এখানে থাকবো। যদি কোন খবর হয়!

ভজা ১ম লোক। খবর হ'লে আগেই আসবো।

[সর্দ্দার ঘাড় নাড়লো। লোক দু'জন ভজাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সর্দ্দার ভাল করে চেয়ে দেখলো আর কেউ রয়ে গেল কি না। এক দু'জন ক'রে আরও কিছু লোক উঠে গেল। দেখা গেল দূরে একটা লোক হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে।]

সর্দ্দার। কে ওখানে? (উত্তর নেই) ওখানে কে? এই গণ্শা!

গণেশ। ওস্তাদ!

সর্দ্দার। ওটাকে এক লাথি মেরে তুলে দেতো!

উক্ত লোক। ওস্তাদ! আমি গো।

সর্দ্দার। ভবতোষ! তুমি বাড়ী যাবে না?

ভব। না!

সর্দ্দার। কেন? কী হ'ল কী?

ভব। পয়সা না নিয়ে বাড়ী যাওয়া চল্‌বে না।

সর্দ্দার। কিন্তু পয়সা রোজগারের চেষ্টা তুমি করছ কোথায়? তোমার সঙ্গে যারা কাজে লেগেছিল তারা এক একজন লাল হ'য়ে গেল! আর তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই রইলে।

ভব। বরাত ওস্তাদ! আমার বরাত নইলে অমন মেয়ে হাত ছাড়া হয়? আহা! অমন মেয়ে! এক শালা বাইরে থেকে এসে টপ্ ক'রে গালে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল! ওহো হো! জানা মেয়ে ওস্তাদ! জানা মেয়ে।

সর্দ্দার। গণেশ !

গণেশ। আজ্ঞে !

সর্দ্দার। ভবতোষের পাওনা আমাদের কাছে কিছু আছে নাকি ?

গণেশ। খাতা দেখ্‌তে হয় স্যার !

সর্দ্দার। দেখে রেখো যদি কিছু ওর পাওনা থাকে, তবে কালকেই দিয়ে দিও।

গণেশ। Yes Sir.

সর্দ্দার। যাও, ভবতোষ, বাড়ী যখন যাবে না, তখন খাওয়া দাওয়া ক'রে শুয়ে পড়গে।

ভবতোষ উঠ্‌লো টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে গেল। সঞ্জয় প্রবেশ করলো। জামাটা ছেঁড়া, কাপড় ময়লা। সর্দ্দার তখনো একটা গ্লাসে মদ ঢালতে যাচ্ছিলো সঞ্জয় আসিয়া ধপ্‌ করে ব'সে পড়লো]

সর্দ্দার। কী হ'ল সঞ্জয় ?

সঞ্জয়। ওস্তাদ ! (কেঁদে ফেল্‌লো) ওস্তাদ ?

সর্দ্দার। কী হ'ল কী ?

সঞ্জয়। ওস্তাদ ! আমাকে পটাসিয়ামসায়েনায়েড কেনবার পয়সা দাও। আমি আর বাঁচতে চাইনা। এ সংসারে প্রেমে পড়বার উপায় নেই !

গণেশ। ওই নাও ! আবার কোথায় ঠোক্কর খেয়ে এসেছে !

সর্দ্দার। কী হ'লরে সঞ্জয় ?

সঞ্জয়। কী হ'ল! কী হ'ল না! তাই বলো! ওই যে তোমাদের মেয়েটা পুঁটুলী না কী যেন নাম!

সর্দার। পুঁটুলী!

সঞ্জয়। আরে হঁ্যা! আরে ওই **First riot** এ যে বাগের হাট থেকে চালান এসেছিল, (চাপা স্বরে) ওই যে পুণা না গোয়া থেকে একটা লোক দু' হাজার টাকা দিয়ে নিয়ে গেল!

সর্দার। আবার এই সব কথা এই ভাবে আলোচনা করছিস্! তোর দিন ফুরিয়েছে দেখছি।

সঞ্জয়। চোখ রাঙিয়ো না ওস্তাদ! আমি মরচি নিজের জ্বালায়, উনি আমাকে চোখ রাঙাতে এলেন! পড়োনি তো কোনদিন মেয়েদের প্রেমে, খালি চিটে গুড়ের মতো বেচা-কেনাই করলে কী বুঝবে?

সর্দার। (হেসে ফেস্‌লে) না, আমি কোনদিন তোর মতো প্রেমে পড়িনি। তা বল্, যা বল্‌ছিলি! কী হ'ল তার?

সঞ্জয়। সে দেখছি, আজ ট্রামে লেডিজ্ সীটে!

গণেশ। সে কি?

সর্দার। কী বলছিস্ তুই নেশা করেছিস্?

সঞ্জয়। না না, নেশা কেন করবো? পরিষ্কার দেখলাম লেডিজ্ সীটে ব'সে আছে পুঁটুলী। গেছে বাজারের মোড়ে নাম্‌লো, আমিও নামলাম। আমাকে দেখেই জোরে হাঁটে আমিও হাঁটি। শেষে ফট্ ক'রে দাঁড়িয়ে গিয়ে বল্‌লো, অনেকক্ষণ দেখছি, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসছেন, কে আপনি?

সর্দ্দার। তারপর ?

সঞ্জয়। হেসে বললাম, পুঁটু, আমাকে চিনতে পারছো না ? সেই যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম! তুমিও

[সর্দ্দার গণেশের দিকে চাহিল]

বলেছিলে হ্যাঁ! ওমা! সে দেখি নড়েও না, কথাও কয়না।
বুঝলাম ওষুধ ধরেছে। খুসী হ'য়ে বললাম মনে পড়েছে পুঁটু ?
সে ঠাণ্ডা গলায় বল্লে না, মনে পড়ছে না। ব'লেই না মশায়
পুলিশ পুলিশ করে চেঁচানি জুড়ে দিলে। মার! মার! সঙ্গে
সঙ্গে লোকজন যেন মুকিয়েছিল!......উঃ! সেখান থেকে
মৌলালীর মোড় অবধি দৌড়েছি!

সর্দ্দার। তুই এমনি ক'রে নিজে কোন্ দিন মরবি আর আমাদেরও মারবি।

সঞ্জয়। না না; তোমাদের মারবো কেন ওস্তাদ ? তোমার জন্য জামা-কাপড় পরে খেয়ে-দেয়ে কাপ্তেনী ক'রে বেড়াচ্ছি, আর তোমায় মারবো! ভগবান নেই।

সর্দ্দার। হ্যাঁ, আছেন, তোর ভগবান আছেন আমার সিগ্রেট কেশে।

সঞ্জয়। সত্যি বলছি, আমার দিকে একটু চাও ওস্তাদ! কত তো তোমাদের এখানে আস্ছে যাচ্ছে। ওরি মধ্যে একটা আমায় দাও, বে'থা ক'রে ঘর সংসার করি। আজ কিছু এলো ?

সর্দ্দার। রোজ আসে নাকি ? দাঙ্গা থেমে গেছে আমদানীও বন্ধ।

[জীবন নামে একটী লোকের প্রবেশ]

জীবন। অমুবাবু এসেছে ওস্তাদ!

সর্দ্দার। কে অমুবাবু? ও! আমাদের অনুপম! সে হঠাৎ এত রাত্তিরে!

[জীবন এগিয়ে এসে সর্দ্দারের কানে কানে কী ব'ললো]

সর্দ্দার। ও! কোন ঘরে বসিয়েছিস্।

জীবন। তোমার ঘরে।

সর্দ্দার। ঠিক আছে যা।

[জীবনের প্রস্থান।

সর্দ্দার। সঞ্জয় শুয়ে পড়্গে যা!

সঞ্জয়। তা যাচ্ছি। কিন্তু আমার কথাটা মনে রেখো ওস্তাদ! যাই হোক তোমার আশ্রমে আছি বলতে গেলে তোমার ছেলের মতো—

সর্দ্দার। তুই শালা না আমার Class friend!

সঞ্জয়। Class friend ব'লো গ্লাস friend ব'লো সবই ঠিক। তাহ'লেও আছি যখন তোমার আশ্রয়ে—

[সঞ্জয় চলে গেল। সর্দ্দার উঠে দাঁড়াল। গণেশের দিকে চেয়ে বললো]

সর্দ্দার। অনু এসেছে একটা মেয়েকে নিয়ে একবার দেখে আসি।···কী হয়েছেরে? গুম্ খেয়ে বসে আছিস কেন?

গনেশ। আজ এখানে ঢোকবার মুখে দুটো অজানা লোককে দেখলাম ওস্তাদ! আমার ভাল লাগ্‌ছে না। মনে হ'চ্ছে বিপদ সামনে!

সর্দ্দার। পুলিশ আসবে তো! আসুক না পুলিশ এসে দেখবে একটা বিরাট বস্তির মধ্যে আমরা কতকগুলো family বাস করি। এর আগেও তো পুলিশ এসেছিল। বুঝতেই পারলে না কিছু। আমার ঘরে ঘুমাগে তুই। ওই জন্যেই এখন বুঝলি তো গোটা কয়েক মেয়েকে রেখে দিয়েছি কপালে সিঁন্দুর দিয়ে!

গনেশ। তারা যদি বলে দেয়?

সর্দ্দার। না। পুরুষের বশ হ'য়ে গেলে মেয়েরা আর কথা বলে না। নিশ্চিন্ত থাকগে যা। আমি দেখে আসি অনু আবার কী আমদানী করলে!

[সর্দ্দার চ'লে গেল। গণেশ তেমনি বসেই রইলো]

[বসবার ঘর ও শোবার ঘর পাশাপাশি। একটা আসনে চুপ ক'রে বসে আছে দীপা। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে। একটু দূরে অনুপম জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে]

দীপা। কী! আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন? চান আমার দিকে! (অনুপম চাইল) এইকি আপনার সিনেমা দেখার জায়গা? এখানে কী সিনেমা আপনি আমাকে দেখাবেন? যে ছবির আপনি নায়ক আর আমি নায়িকা?

অনু। আপনি ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? এখুনি তো জানতে পারবেন?"

দীপা। নতুন কি জানাবেন আপনি আমাকে? এ আমি জানি। যখনই আপনার দিদি আপনার সঙ্গে আমাকে সিনেমা যাবার কথা বলেছেন তখনি আমি জানি, জীবন আমার নতুন পথে চল্লো। কিন্তু আপনার লজ্জা করে না একটু! আপনি না ভদ্রলোকের ছেলে? আপনার না ভদ্র বংশের রক্ত গায়ে আছে! মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে এসে বেচে দিয়ে সেই টাকায় নেশা চালাতে চান?

অনু। (বিদ্যুদ্বেগে ফিরে) আমি?

দীপা। হ্যাঁ আপনি। নইলে আপনি আমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারতেন। এখানে নিয়ে এসেছেন কেন? কোলকাতার বাইরে এই অন্ধকার বস্তীর মধ্যে কী হয় তাকি আমি বুঝতে পারিনি মনে করেছেন? আমি সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেন আপনি আমার এই সর্ব্বনাশ করবেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?

[অনু জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলো, দীপা এগিয়ে এসে তার হাত ধরলো [

শুনুন! চান আমার দিকে। আপনি নিজে কেন আমাকে নষ্ট করলেন না? কেন আপনি নিজে বললেন না যে আপনার নারী মাংসের দরকার। কেন বললেন না?

অনু। কী মুস্কিল! আপনি আমার কথাটা যে একবারেই বুঝতে চাইছেন না। এখানে ঢোকবা মাত্র কী ক'রে আপনার ধারণা হ'য়ে গেল যে আমি আপনাকে বিক্রী করতে এসেছি।

দীপা। আমার মন বলেছে। বিপদের কথা মেয়েরা আগে বুঝতে পারে। আপনি কার চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করছেন অনুপম বাবু! আপনার চলা, আপনার চাওয়া, আপনার কথা, আমাকে বলে দিচ্ছে আপনি ভয় পেয়েছেন। আপনি চান এই বোঝা আপনার ঘাড় থেকে নামাতে, আপনি ভীরু, আপনার নিজের সাহস নেই আমাকে স্পর্শ করতে বোধ হয় ভদ্র রক্তের এখনও কিছুটা শরীরের মধ্যে আছে।..... আচ্ছা, একটা কথার জবাব দেবেন ?

অনু। কী ?

দীপা। কত করে দেয় এরা আপনাকে প্রত্যেক মেয়ের জন্য ?

অনু। কেন ?

দীপা। আমি আপনাকে সে টাকা দেব। দেশ থেকে আসবার সময় কিছু গয়না আমার গায়েছিল, সেগুলো আপনার দিদির কাছে রয়েছে,—সেগুলো বেচে আর বাকী টাকা ভিক্ষে ক'রে আপনাকে দেব যদি আরও কিছু চান এমন কি আমার স্বামীর ব্যবহার করা এই দেহের ওপর যদি আপনার লোভ হ'য়ে থাকে চলুন এখান থেকে, আমি পূজা শেষ করা প্রতিমার মতো দেহ আপনার পায়ে বিসর্জ্জন দেব, যা চাইবেন আমি সব দেব। কিন্তু দোহাই আপনার পাঁচজনের এক সঙ্গে খাওয়া পাতের ওপর আমায় ফেলে দেবেন না।

অনু। থামুন! আমি বক্তৃতা শুনতে চাই না। আমি মাতাল-মদ খাই, প্রচুর মদখাই। চরিত্র আমার অক্ষত অম্লান আছে এমন কথাও আমি বলবো না।——কিন্তু যে সব

মেয়ে তাদের আত্মাহুতি দিয়েছে ভালবেসে বেকায়দায় নয়। আজ দিদি আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে। কোন দিন এরকম ভাবে কোন মেয়েকে নিয়ে আমি পথে বেরোয়নি,—এ আমার ব্যবসা নয়, আমি চাই আপনাকে আমার ঘাড় থেকে নামাতে। যে দুর্ভাগ্যের স্রোত আপনাকে কোলকাতায় এনে ফেলেছে সে হয়তো আপনাকে ভারতের অন্য প্রান্তে নিয়ে যাবে তাতে আমার কী? আমি তো হাজার টাকা পেয়েছি এখান থেকেও কিছু পাব।

[সর্দ্দারের প্রবেশ]

সর্দ্দার। নিশ্চয় পাবি অনুপম। বিনা মূল্যে মেয়ে আমরা নিইনা। আর মেয়েদের বক্তৃতা শুনেও গলে যাই না।

[দীপার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ দেখার পর বললো]

সর্দ্দার। জীবনে একটা কাজের কাজ করেছিস্‌রে অনুপ। ভাল দর পাবার মতো ভাল জিনিষ। Strong. Stout. Healthy. Acomplished. and beautiful. সাবাস্ আমি তোকে এরজন্য দু'হাজার টাকা দেবো আর পেট্ ভরে White label খাওয়াবো। চল্!···শোন্, তুমি এখানে বেশ্ ফুর্ত্তি ক'রে থাকবে। ওই পাশের ঘরখানা তোমার শোবার ঘর। এখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না বা তোমার গায়ে হাত দেবে না। অতএব

নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোতে পারো। যাও! তুমি গিয়ে ও ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দাও, তারপর অমরা যাবো!…(চুপ) স্বামীর জন্য দু'চারদিন মন কেমন করবে বটে, পরে ঠিক হ'য়ে যাবে, যাও।

[দীপা তেমনি মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। সর্দ্দার যেন রেগে গেল]

কী হাত ধরে পৌঁছে দিতে হবে নাকি? বেশ্ তাই চলো!

[সর্দ্দার যেমনি এগোতে যাবে অমনি অনুপম আর্ত্ত চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো]

অনু। খবরদার! তুমি ওর গায়ে হাত দিয়ো না বলছি ওস্তাদ! (ছুটে ওদের মাঝে গেল) আমি বেচবো না, আমার জিনিষ বেচবো না।

সর্দ্দার। এখন আর তা হয় না অনুপম! মেয়ে নিয়ে এসে এখান থেকে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

অনু। কেন যায় না? আমার জিনিষ, আমি যদি না বেচি? আমার যদি দরে না বনে!

সর্দ্দার। বেশতো, দাম বেশীনে! বেচবিনে বল্‌ছিস্ কেন?

অনু। না, আমি বেচবো না। লাখটাকা দিলেও আমি বেচবো না। আমার জিনিষ বেচা না বেচা আমার ইচ্ছা।

সর্দ্দার। আর তা হয়না অনু!

অনু। হ'তেই হবে ওস্তাদ!

সর্দ্দার। এখান থেকে কোন দিন কোন মেয়ে ফিরে গেছে বলে জানিস্?

অনু। এই প্রথম মেয়ে ফিরে যাবে! (সর্দ্দার হাঁস্‌ছিল) হেঁসো না সর্দ্দার। আমাকে ঘাঁটিয়ে তোমার কোন লাভ নেই, প্রতিশোধ নেবার জন্য পিঁপড়েও কামড় দেয় কথাটা মনে রেখো। ভাল চাওতো আমাদের ছেড়ে দাও।

[সর্দ্দার নিঃশব্দে পায়চারী করতে লাগলো। দীপা নত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো—সে যেন পাথর হ'য়ে গেছে। হঠাৎ সর্দ্দার দাঁড়িয়ে বল্‌লো]

সর্দ্দার। না: তোকে আমি ভালবাসি যতক্ষতিই হোক সেই ভালবাসার মান রাখবো, যা চলে যা।

অনু। চলে এস-চলে এস। একমিনিট পরেই হয়তো ওর মত্ বদ্‌লে যাবে। ওগো দাঁড়িয়ে থেকো না। (হঠাৎ দীপার হাত ধরে) পালিয়ে চল দিদি পালিয়ে চল…

[ছুটে চলে গেল]

[সর্দ্দার আবার পায়চারী ক'রতে লাগলো]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দুটী বাড়ীর ধার দিয়া ফুটপাত। একটী গ্যাসপোষ্ট; বৈকাল বেলা পড়ন্ত রোদ—বাড়ীর মাথায় পড়েছে। একটী ঘোমটা দেওয়া মেয়ে, হাত পেতে বসে আছে, কিছু পয়সা আছে তার হাতে। যূথীর মা ঢুকল। তার হাতে একটা হাঁড়ি। ঘাড়ের উপর দুখানি কাঁথা মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, সে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে পথ চলছে—একটী বাড়ীর দরজা খুলে একটী মেয়ে ডাকিল।]

মেয়ে। পাগলী ও পাগলী—

যূথীর মা। আমারে?

মেয়ে। হ্যাঁ। এগুলো নিয়ে যাও।

যূথীর মা।না না ভিক্ষা নিমুনা। আমি ভিক্ষা দিছি, আমার মাইয়ারে ভিক্ষা দিচ্ছি তোমাগো।

মেয়ে। না না ভিক্ষা নয় এ হল প্রসাদ—

যূথীর মা। প্রসাদ! কিসের প্রসাদ! আজ কী পূজা?

মেয়ে। সত্যনারায়ণ।

যূথীর মা। ও! আজ কি পূর্ণিমা? তোমাগো দেশে দিনে পূজা হয়? আমাগো হয় রাত্রে (প্রসাদ নিল)

মেয়ে। তুমি বুঝি ভিক্ষে নাওনা।

মুখীর মা। ক্যান নিমু? আসে আমার পঁচিশ বিঘা জমি, গাছে ফল গরুতে দেয় দুধ কিসের অভাব? সব গ্যাছে গিয়্যা। মুখীর বাবা তো আসতে আসতে পথেই গ্যাছে মুখীরে নিল শিয়ালদহ। তোমরা দ্যাখছনি আমার মুখীরে? দ্যাখো নাই? না—সে আর নাই।

মুখীর মা। কপালেতে হানিকর কাঁদে লীলাবতী,
ঘাটেতে আসিয়া তুমি কোথা গেলে সতী।
আমারে ফেলিয়া কেন যাবে তুমি একা,
একবার প্রাণেশ্বর মোরে দাও দেখা।
সত্যনারায়ণের বরে পেল পতি প্রাণ,
বিশ্বভরি শ্রীহরির উঠে জয় গান।
প্রসাদ লইয়া যায় ভক্তি ভরে যেই,
ধনে জনে পতি পুত্রে পূর্ণ হয় সেই॥

[প্রসাদ খেল ঘোমটা দেওয়া মেয়েটীর দিকে চেয়ে হেসে উঠল।]

হাত পাইত্যা বসে রইছ ক্যান? প্রসাদ নাও সত্যনারায়ণের প্রসাদ নাও। সব দুঃখ, সব কষ্ট ঘুচ্যা যাইবো।

[একটী ফল দিয়া চলে গেল। মেয়েটী ফল কপালে ঠেকিয়ে মুখে দিল। দেখা গেল হন্-হন্ করে নমামী আসছে, তার হাতে একটী ছোট চামড়ার স্যুটকেশ পিছন থেকে আওয়াজ শোনা গেল]

মতি। একি! তুমি না বলে কয়ে এমন ভোরে চলে যাচ্ছ কেন? আর যাচ্ছ ত হেঁটেইবা যাচ্ছো কেন?

নমামী। আমার বাবার ত গাড়ি নেই।

মতি। তোমার বাবার না থাকলেও আমার বাবার আছে। সেটা ব্যবহার করলে হোতো। আর কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। এ অবস্থায় তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছ লোকে শুনলে বলবে কি ?

নমামী। আমি কোন লোকের ধার ধারিনা।

মতি। কিন্তু একটা কথা উঠবে !

নমামী। তোমাকে যখন বিয়ে করেছিলাম তখনও কথা উঠেছিল। But I did not care it.

মতি। যাক গে এখন কেউ উঠেনি কেও কিছু জানতে পারবেনা। বাড়ী চল।

নমামী। না।

মতি। না কেন ?

নমামী। না এই জন্য যে, আমাকে নিয়ে তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে, সেটা তোমরাও মুখ ফুটে বলতে পারছনা, আর আমিও সহ্য করতে পারছিনা। এ অবস্থার শেষ করতে হলে তোমাদের ছেড়ে আসা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মতি। আরে হল কী ?

নমামী। বোকা সাজবার চেষ্টা করছ কেন ? তুমি কিছু জাননা বলতে চাও ? তোমাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতির সঙ্গে আমাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতির কোন মিল নেই। এও সহ্য হয়েছিল কিন্তু পরশু রাত্রে তোমার বাবা যখন তোমাদের ভাষায়

বাঙ্গালীর যথেষ্ট নিন্দে করলেন তার উপর ওখানে আর থাকা চলে না।

মতি। For god sake do’nt create a scene over here.

নমামী। Then do’nt say anything let’.s bid good by peacefully. আমি ভুল করেছি সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো—তুমি আবার বিয়ে করতে পার।

মতি। এই যদি তুমি করবে তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

নমামী। সহজে পেয়েছ বলে তোমরা তার জন্য মর্য্যাদা দিতে রাজি নও। তাতেও দুঃখ ছিলনা কিন্তু অমর্য্যাদা এক জিনিষ আর অসম্মান আর এক জিনিষ। ছেলে বেলা থেকে অসম্মান সহ্য করতে শিখিনি। কাজেই তোমাদের মুক্তি দিয়ে গেলাম। তোমাদের দেওয়া গয়নাগুলো সাথে নিয়ে এসেছি কোন গরীবকে দান করে দেব। দীপা আমাদের বাড়ীতে থাকলে তাকেই দিতাম। কেন না তার উপর খুব অবিচার করেছি। কিন্তু খবর পেয়েছি মা তাকে কোথায় সরিয়ে দিয়েছেন! এই যে একটি মেয়ে এখানে রয়েছে।

[এগিয়ে গিয়ে চামড়ার এটাচী কেসটা উপবিষ্টা মেয়েটাকে দিল, ও চলিতে লাগিল। মতি তার পিছনে যাইবার উদ্যোগ করিতেই নমামী বলিল।]

নমামী। For god sake don’t follow me. বলিয়া চলিয়া গেল।

[মতিচাঁদ একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যাবার উপক্রম করিতেই, উপবিষ্টা মেয়েটা ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল কি যেন সে বলতে গেল মতিকে কিন্তু পারলে না। আবার নীরবে ব্যাগটি নিয়ে পথে বসে পড়লো, ব্যাগটা তার কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে নিল। প্রবেশ করল একজন মাতাল ও একজন গ্যাজেল একজনের নাম কেলো,— একজনের নাম শিবে]

শিবে। বকাস্‌নি কেলো আমার নেশা আর তোর নেশা, বাবা যা খায় মা তা খেলে মামা হয়ে যাবে।

কেলো। জিব খসে যাবে শিবে জিব খসে যাবে। মার মূর্ত্তি ভেবেনে। জিভ বার করে দেখাচ্ছে, তার মানে কী?

শিবে। কী মানে?

কেলো। মানে হচ্ছে মা বলছেন, আমার নিন্দে করিসনি বাছা তা হলে এই জিভ (জিভ দেখিয়ে) খসে যাবে, খবরদার।

শিবে। হ্যাঁ খসে যাবে। খসে গেলেই হল? তোর মা চটে গেলে আমার বাবা বাঁচাবে। বাবা আছে কী কর্ত্তে!

কেলো। বাবা আছে; আছে যে বলচিস্‌, বাবা কোথায় আছেরে!

শিবে। কেন কৈলাসে।

কেলো। বকাসনি। কৈলাসে বাবা থাকতো বিয়ের আগে মা ঘরে আসার পর থেকে তো চিতাং হয়ে মায়ের পায়ের তলাতে পড়ে আছে। কেন জানিস্‌?

শিবে। হ্যাঁ।

কেলো। বল্‌তো।

শিবে। রক্তবীজ বধ করবার সময় কালী ক্ষেপে গিয়েছিলো বলে বাবা তাঁর পায়ের তলায় পড়ে থামিয়ে দিয়েছিলো। স্বামীকে ঐ অবস্থায় দেখে মা লজ্জায় জিভ কাটলেন।

কেলো। আমার মা জিভ কাটবার মেয়ে কিনা? পাছে যুদ্ধের সময় অসুররা কাপড় ধরে বে কায়দায় ফেলে দেয়, এই জন্য সে ন্যাংটো হয়ে যুদ্ধে নেমে গেল, সে পরে পায়ের তলায় স্বামীকে দেখে। লজ্জা স্বামী ফামী ও সব ঘরে মানবে।

বাইরে মানবে কেন?তা নয়। আসল ব্যাপার তুই জানিস্‌নে।

শিবে। কি আসল ব্যাপার শুনি।

কেলো। আসল ব্যাপার হল, একদিন নন্দী এসে তোর বাবারে বললো প্রভু আজ নেশা হবেনা। বাবা বললেন সে কিরে, নেশা না হলে আমি আর কিছু রাখবনা। নন্দী বললো প্রভু আজ মায়ের কাছ থেকে চালিয়ে নিন। বাবা চিন্তিত হলেন। কেননা ওসব খাননি কখনো। যাই হোক বাবা গিয়ে মাকে বলতেই, মা বললেন জলে নেমোনা স্বামী, তুমি ডাঙ্গার জীব ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি ফর্দ্দি হলে আমি মুস্কিলে পড়বো।

শিবে। তারপর। বাবা খেলো?

কেলো। উপায় কী! অনেক কাকুতি মিনতি করাতে মা একটুখানি বাবাকে ঢেলে দিলেন। ব্যাস! খাওয়ার দু' মিনিট পরেই বাবা জমি নিলেন। মা গিয়েছিলেন অন্য কাজে। ভৃঙ্গী গিয়ে

খবর দিলে মা শীগগির আসুন, বাবা ফ্ল্যাট! মা দৌড়ে আসতে আসতে হোঁচট খেয়ে চেয়ে দেখলেন—বাবা! তখন মা, বাবার এই দু আউন্স Stand করবার কেরামতি দেখে লজ্জায় জিভ্ কাটলেন।

শিবে। যাঃ—

কেলো। মাইরি! এ আমার গুরু শ্রীমৎ মদগর্ব্বিত মদকানন্দ মহারাজের কাছে শোনা। শাস্ত্রের কথা!

শিবে। তা যাই বল্ আর তাই বল্ শুক্‌নো সাক্‌নোর ওপর নেশা করলে মেজাজটা ভাল থাকে।—দোল পূর্ণিমার মত।

কেলো। চুপ কর্! চুপ কর। মেজাজ দ্যাখাসনি। ভিজে নেশা হচ্ছে, রাখি পূর্ণিমার মত। এই জল, এই মেঘ,—এই বৃষ্টি—এই ফিক্‌ফিক্ করে চাঁদের ঝিলিক। মেজাজ! ন্যাংটো মায়ের ছেলের ন্যাংটো মেজাজ। এই দেখবি? এই দ্যাখ্ আমার পকেটে দশ টাকা আছে। আছে তো! এই দ্যাখ ভিখিরীকে দিয়ে দিলুম—ব্যাস্ আজ হরিমটর।

শিবে। দান? বাবার ব্যাটার কাছে দান দেখালি? এই দ্যাখ্ চেয়ে দ্যাখ্ একবার কাণ্ডখানা,—কত টাকা? পনর তো? এই নে, ব্যাস্, আজ কেলোর মায়ের ঝাঁ্যাটা ঝুলছে বরাতে।

[দুজন লোক মজা দেখতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল]

কেলো। আয় শিবে। এরা মজা দেখতে দাঁড়িয়েছে। তোর আমার ঝগড়া ঘরোয়া ঝগড়া—

শিবে। নিশ্চয়। এ বলতে গেলে এ হল মা বাবার ঝগড়া।

কেলো। ঠিক! বাইরের লোক তা শুনবে কেন? চলে আয়।

[দুজনে চলে গেল,। প্রতীক্ষমাণ মেয়েটা গয়নার ব্যাগটা তার কাপড়ের তলায় লুকিয়ে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে ভবতোষ ও প্রোফেসর মিত্র প্রবেশ করিলেন]

প্রঃ মিত্র। আপনি আমাকে চেনেন?

ভব। আপনাকে স্যার কে না চেনে? আপনি স্বনামধন্য পুরুষ। অনেকদিন থেকেই আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার ইচ্ছা ছিল, সুযোগ হয়নি, আজ—

প্রঃ মিত্র। কি করেন আপনি?

ভব। করি স্যার, অনেক রকম কাজ। তবে তার মধ্যে আমার নাম ডিটেকটিভের কাজটাতে।

প্রঃ মিত্র। ডিটেক্‌টিভ?

ভব। হ্যাঁ স্যার, সখের, সখের ডিটেক্‌টিভ।

প্রঃ মিত্র। ও সখের? আচ্ছা আপনি নিরুদ্দিষ্ট বাস্তুহারা মেয়েদের সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর রাখেন?

ভব। না স্যার। বাস্তুহারা মেয়েদের খবর বলতে পারবো না, ওরা হচ্ছে স্যার প্যাঁকাল মাছের মত, ধরতে গেলেই ফস্‌কে যায়।

প্রঃ মিত্র। আপনি কি ওদের ক্যাম্প ট্যাম্পগুলো জানেন?

ভব। সব না চিনলেও কিছু কিছু চিনি। কী ব্যাপার স্যার? দয়া করে একটু খুলে বলুন না।

প্রঃ মিত্র। এমন কিছু ব্যাপার নয়। একটা মেয়েকে আমি শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে নিজের বাড়ীতে রাখি; কিন্তু কিছুদিন পর আমার স্ত্রী তাকে এমন সন্দেহ করতে সুরু করলেন।

ভব। ওই তো স্যার, আমাদের দোষ। কোন একটা ভাল জিনিষ কিছুতেই করতে দেবে না। কত বয়স স্যার।

প্রঃ মিত্র। বয়স কত আর—এই চব্বিশ পঁচিশ!

ভব। আমিও স্যার ওই রকম অনুমান করেছিলাম, তা গয়না-গাঁটী কিছু দেননি তো?

প্রঃ মিত্র। কিসের গয়না-গাঁটী?

ভব। আপনি ত তাকে বিয়ে করবেন স্থির করেছিলেন?

প্রঃ মিত্র। সে কি মশায়, সে যে বিবাহিতা।

ভব। হাঁ স্যার বিবাহিতা তো হতেই হবে। চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়ে কি আর অবিবাহিতা থাকে? সে জানি। আমি বলছিলাম কি স্বামীকে যেন কেটে ফেলেছে—তখন একটা কুশপুত্তলিকা—

প্রঃ মিত্র। আপনি বহুদূর গেছেন। অতটা নয়। মেয়েটী স্বামী নিয়ে শেয়ালদা ষ্টেশনে আসে, এমন সময় একটী জোচ্চোর পরিচিতের মুখোস পরে সেখানে এসে একটা ভাল বাড়ী দেখাবার নাম ক'রে স্বামীটাকে সরিয়ে দেয়। পরে সেই লোকটী ফিরে এসে ভদ্রমহিলাকে বলে বাড়ী ঠিক হ'য়ে গেছে আপনি চলুন। মেয়েটী বুদ্ধিমতী! সে যেতে রাজী হয় না। এ নিয়ে যখন গণ্ডগোল

চলছে সেই সময় আমি গিয়ে পড়ি। মেয়েটা আমার পা জড়িয়ে ধরে help চায়। আমি তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসি।

ভব। কী নাম মেয়েটার?

প্রঃ মিত্র। দীপা।

ভব। সর্ব্বনাশ!

প্রঃ মিত্র। কী হল?

ভব। না, হয়নি কিছু, বল্‌ছিলাম যে কত রকম ধাপ্পাবাজই আছে শহরে; ভাল পেলে হয়। আচ্ছা স্যার কিছু মনে করবেন না,—আপনি যখন তাকে বিয়ে করবেন না, কিছু না, তখন খামোকা এই রেশনের বাজারে তাকে খুঁজে বার কোরে একটা পারমেনেণ্ট ঝক্কি ঘাড়ে নেওয়া কি উচিৎ হচ্ছে স্যার?

প্রঃ মিত্র। না, তাকে আমার দরকার। ভীষণ উৎপীড়ন করে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তার জন্য দায়ী নই, কেন না আমার জ্ঞাতসারে এ সব আমি কখনই ঘটতে দিতাম না। তার কাছে আমি ক্ষমা চাইব।

ভব। লম্বা?

প্রঃ মিত্র। হ্যাঁ।

ভব। সুন্দরী?

প্রঃ মিত্র। হ্যাঁ—

ভব। আর কিছু Speciality?

প্রঃ মিত্র। হ্যাঁ আছে। সে পূর্ব্ববঙ্গের বৌ হলেও কথা বলে পশ্চিম-বঙ্গের।

ভব। আর বলতে হবেনা স্যার আমি জানি।

প্রঃ মিত্র। আপনি জানেন মানে ?

ভব। জানি মানে স্যার, আমি একে দেখেছি। স্বামীর নাম চন্দ্রমোহন।

প্রঃ মিত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ Exatly. কী করে জানলেন ?

ভব। হা : হা : আগেই তো বলেছি স্যার সখের হলেও আমি ডিটেক্‌টিভ।

প্রঃ মি। বলুন তো সে কোথায় আছে ? আমি তাকে খুঁজছি ভীষণ খুঁজছি। তাকে আমার বড্ড প্রয়োজন।

ভব। একটা Refugee camp এ আমি মেয়েটাকে দেখেছিলুম।

প্রঃ মি। কোন Refugee camp এ ?

ভব। সে রাণাঘাটের একটা camp এ। কিন্তু পরে আমি খোঁজ নিয়েছিলাম সে ওখান থেকে চলে গেছে।

প্রঃ মিত্র। তা হলে ?

ভব। কিছু ভাববেন না স্যার। আপনার ঠিকানা ?

প্রঃ মিত্র। এই আমার কার্ড।

ভব। ঠিক আছে স্যার! খোঁজ পেলেই আপনাকে জানাব। তবে ওই হচ্ছে আমার Fee দুশো টাকা চাই।

প্রঃ মিত্র। বলেছি তো পাবেন।

ভব। Thank you sir, এই যে ঠিকানা লিখে দিলাম, এখানে কাল সকালে গিয়ে একবার খোঁজ করবেন। রাত্রে যাবেন না বস্তি কি না।

প্রঃ মি। আচ্ছা।

ভব। হ্যাঁ আর একটা কথা যদি অন্য মেয়ে দিয়ে কাজ চলে তা হলে বলুন! মানে আমার হাতে।

প্রঃ মিত্র। না না কী বলছেন পাগলের মতো? তাকেই চাই। আচ্ছা এখন আমি যাই। আপনি খবর পেলে—

ভব। বলতে হবে না স্যার। নমস্কার।

[প্রফেসর মিত্র চলে গেল, ভবতোষও চলে যাচ্ছিল গ্যাসপোষ্টের গায়ে একটি বিজ্ঞাপন দেখে থমকে দাঁড়াল, পরে গ্যাসপোষ্টের কাছে গিয়ে প'ড়ে টুকে নিতে লাগলো—অন্য দিক দিয়ে প্রবেশ করলে চন্দ্রমোহন ও লোকগণ]

১ম লোক। তারপর কী হলো গো? তারপর?

চন্দ্র। তারপর কী হইছে? আমারে ডাক দিল, সমাজ চক্রোবর্ত্তী গো চণ্ডীমণ্ডপে গ্যেলাম। তারা কইলো শোনলাম তুমি না কি বিয়া করবা? আমি কইলাম 'হ। কারে করবা? আমি কইলাম গৌহাটীতে গেছিলাম। হর শঙ্কর মজুমদারের মাইয়া দীপারে দেইখ্যা আসছি। তারেই বিয়া করুম।

১ম লোক। গৌহাটীতে?

চন্দ্র। হ। গৌহাটি গেছলাম সুপারি লইয়া—

২য় লোক। সুপারী? তোমার সুপারির গাছ আছে বুঝি?

চন্দ্র। দুইশ!

১ম। দুইশ সুপারির গাছ বলে কীরে! এতো তা হলে বড় লোক?

২য়। গল্পও হতে পারে, একটু Cracked দেখছিস্‌নে।

১ম। তাই হবে। তারপর, দাদা তারপর।

চন্দ্র। আমার কথা না শুইন্যা চক্রবর্ত্তী অগ্নিশর্ম্মা কইলো, তুই না কুলিনের পোলা। বিয়্যায় পাইবি থুইবি কত? এট্টা লক্ষ্মী-ছাড়া আমার ছাই মাইয়ারে বিয়া করচি না। বুরা মানুষের কথা শোন! কইলাম না! সমাজ কইলো আমাগো কথা না শুইন্যা যদি কুল ভঙ্গ করচ তয় তোর ধোপা নাপিত বন্ধ করুম। শোনলাম না হেই কথা, দীপারে বিয়া করলাম।

[চন্দ্রমোহন কী যেন ভাবতে লাগলো, তারপর হঠাৎ বলিলেন]

চন্দ্র। কিন্তু আমারে ঠকাইয়া লইয়া গেল ক্যান্। কইলেই তো পারতো; বাড়ীর কথা কইয়া—

[হটাৎ তার দৃষ্টি পড়লো ভবতোষের উপর দুই চোখের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সে নিবদ্ধ করলো তার উপরে। ভবতোষ বিজ্ঞাপন লেখায় ব্যস্ত ছিল বলে দেখতে পাইনি, চন্দ্রমোহন বাঘের মত লাফ দিয়া গিয়া ভবতোষের গলা চেপে ধরলো]

চন্দ্র। পা—ইছিরে! হালারে পাইছি।

[দুই হাতে তার গলা চেপে ধরে প্রচণ্ডতম ঝাঁকুনি দিতে দিতে উন্মাদের মত চন্দ্রমোহন বলিল]

চন্দ্র। কঃ কঃ হালা দীপারে কই রাখছো! ক—তোরে আজ মাইর‍্যা ফ্যালামু, ক হালা, ক—হালা—ক দীপা কই ক!

ভব। ওরে বাবারে! মেরে ফেল্লেরে। দেখছেন মশায় দেখছেন! আপনারা ওকে ছাড়িয়ে নিন্, এ পাগল বদ্ধ পাগল ওবাবা ওরে বাবা!

১ম প'। আরে কি করছো। ভদ্রলোককে মেরে ফেলবে নাকি?

চন্দ্র। হ' তোরে খাইয়া ফ্যালামু! ওইতো নিয়া গেছিল, ওইতো বাড়ী দেখাইতে আমারে নিয়ে গিছলো, বড় রাস্তার মোড়ে আইস্যা আমি হালারে আর দেখি না। জিগ্‌গান হালার নাম ভবতোষ কিনা!

২য়। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি ওর নাম ভবতোষ!

১ম। মার শালাকে।

২য়। মার, মার।

চন্দ্র। ক ক হালা কোথা রাখছস্ দীপারে!

ভব। আমি জানি না। সত্যি বলছি আমি জানি না।

৩য়। আবার।

চন্দ্র। ক—পাঁচজনের কাছে ক কোথায় দীপা ক!

ভব। দিন পনেরো আগে আমি তাকে যেখানে দেখেছি দেখিয়ে দিচ্ছি! চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি!

১ম। বেশ তো সবাই চলুন না! দেখাই যাক্ সত্যি বলছে কি মিথ্যে বলছে······

[সবাই অগ্রসর হল! চন্দ্রমোহন ভবতোষের জামার কলার চেপে ধরে নিয়ে চললো]

দ্বিতীয় দৃশ্য

তিনমাস পরে—

একখানি ঘর,—একটী ছোট্ট উঠান, উঠানে তুলসী-মঞ্চের ঘর ও দাওরা—দাওরা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নামা যায়। মঞ্চের বাঁ দিকে ছোট্ট টিনের চালা—ডান দিকে পাঁচিলের গায়ে ছোট্ট দরজা। দরজাটী ভেজানো আছে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। দু' একটী ক'রে জোনাকী চালে ঝুঁকে পড়া গাছে জ্বলছে। প্রায়োন্ধকার উঠানের স্তব্ধ পরিবেশ। ঘর থেকে একটী তৈল-প্রদীপ হাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল দীপা। প্রদীপটী তুলসী তলায় রেখে গড় হয়ে প্রণাম করলো। উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে কি যেন প্রার্থনা করলো। তারপর উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। ঘরের মধ্যে থেকে তিনবার শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরে আকাশে বোধ হয় চাঁদ উঠলো। চালের মাথার 'পর পড়ল চাঁদের আলো। পড়ে সে আলো নেমে এল উঠানের এখানে ওখানে। বেশ বোঝা যায়—এটী কলকাতার উপকণ্ঠস্থিত কোন একটী জায়গা সহরতলী—মুরলী ডাক্তার প্রবেশ করলেন, খদ্দরের জামা গায়ে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

মুরলী। মা! কইগো? মা!

[দীপা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একখানি আসন তার হাতে। সে আসন পেতে দিয়ে বলল।]

দীপা। বসুন বাবা।

মুরলী। দেহটা আজ কেমন আছে মা?

দীপা। দেহের কথা বাদ দিন বাবা শেষ হবে বলেইতো সুরু হয়েছে।

মুরলী। ঠিক কথা মা। শেষ হবে বলেই দেহের সুরু। সত্যি; এক সময় চারদিককার ব্যাপার স্যাপার দেখে আমার কি মনে হয় জানো মা? আমার মনে হয় মানুষের মরাটাই বুঝি সত্য বাঁচাটাই মিথ্যে। অবশ্যি মরার পরে কোন আনন্দলোক কোথাও অপেক্ষা করে থাকে কিনা জানিনে। কিন্তু এই দুঃখ কষ্টের ত অবসান হয়।

দীপা। কেন? আজ কারো দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটেছে নাকি বাবা?

মুরলী। হ্যাঁ আজ ও বেলা ৯টার সময় দুজনে গেছে একজন তো বিকারের ঘোরে ক্রমাগত বকছিল মনা বুড়ির মাঠে আমার টাকা আছে লইয়্যা আয়। উপাস দিয়া মরস্ ক্যান? বুড়ির মাঠে টাকা আছে আইন্যাল—এত কষ্ট হয়।

দীপা। মনা কাছে ছিল তো?

মুরলী। না মা। মনা পূর্ব্ববঙ্গেই মুক্তি পেয়েছে।

[দীপা যেন শিউরে উঠল, যেন একটা অতীত স্মৃতির ভারে তার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠলো]

দীপা। উঃ এমন কত লোকের মাই যে চলে গেছে তার আর হিসাব নেই। সে দৃশ্য আপনি দেখেননি বাবা। রাতারাতি মানুষগুলো যেন ক্ষেপে উঠল। একশো দেড়শো বছরের উপর যাদের বাপ ঠাকুর্দ্দা দেখা হওয়া মাত্র সেলাম করে এসেছে, তারা যেন সব এক সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। উঃ রাত্রের অন্ধকারে গ্রাম ভরে

শুধু আর্ত্তনাদ শুধু চীৎকার শুধু মেয়েদের কান্না। দুর্য্যোগের রাত্রি ভোর হল যখন—তখন দেখা গেল কিছু লোক ওই অন্ধকারের মধ্যেই স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। আর কিছু মেয়ে চুরী গেছে, গোটা গ্রাম থেকে অন্ততঃ দশটী মেয়ের কমনয়।

মুরলী। উঃ।

দীপা। কিন্তু কেন এমন হল বাবা? এতকাল মিলে মিশে বেসতো ছিল। এ ওর সত্যনারায়নের দিত পূজা ও এর পীরের দিত সিন্নি। একই সঙ্গে একই গ্রামে একই জলে একই হাওয়ায় বেশতো ছিল এরা। কে এদের আলাদা হবার মন্ত্র দিল কানে?

মুরলী। মন্ত্র দিল মানুষের ভাগ্য বিধাতা। এত শান্তি এত সুখ তার সইছিল না। তাই তিনি আনলেন বিশৃঙ্খলা, আনলেন রক্তপাত আনলেন বিভেদ। দেবতার মন্ত্র মানুষ কান পেতে শোনে না মা কিন্তু মন দিয়ে শোনে দানবের মন্ত্রণা। এ হচ্ছে তারই পরিণাম।

দীপা। কিন্তু খুন করবার আগে, এরা একবার ভেবে দেখলো না সে খুন করছে কাকে?

মুরলী। মানুষকে ত মানুষ খুন করেনি মা যে তার মধ্যে বিচার আসবে? এ খুন করেছে একটা শব্দ আর একটা শব্দকে, এই বিরোধ মানুষ মানুষকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে মা যতই ভাল কথা বলো আর যতই জোড়া তালি দাও। এ দাগ সহজে মুছবে না।

[দুজনেই নীরব]

দীপা। শহীদ ক্যাম্পে কতজন আশ্রয় নিয়েছে বাবা?

মুরলী। তা প্রায় চারশো পরিবার। তোমাকে তো এত বল্লুম মা যে

তুমি চলো একখানা ঘরের ব্যবস্থা করে দিই তা সে বাপের বেটী তো তুমি নও।

দীপা। না বাবা। এ আমি বেশ ভাল আছি। বাসা বেধে স্বামীর প্রতিক্ষা করছি যদি কোন দিন তিনি আসেন—তাহলেই সব সার্থক—না হলে এ ভাবেই মরবো।

মুরলী। বাঙালীর মেয়ের এ তপস্যা নূতন নয় মা। আরও বহু মেয়ে এর আগে এই করেছে…আর খোঁজা খুঁজিও তো কম হল না সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গাইতো খুজলাম।

দীপ। হয়ত প্রদীপের নীচেই আছেন যাক্ ও সব কথা। আজ কটা রোগী দেখলেন ?

মুরলী আমি আবার ডাক্তার, তার আবার রোগী। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী কি আবার ডাক্তারী মা ? সে কালের জল পড়ার একালী সংস্কারণ, না লাগে তুক্ না লাগে তাক্।

দীপা। সারে তো ?

মুরলী। নিন্দকেরা বলে মনের। অর্থাৎ এমনিতেই সারতো ওষুধটা উপলক্ষ্যি হ'ল। যাকগে আমি উঠি মা। নিজের শরীরটাও আজ বিশেষ ভাল নেই—তোমার খবরটা নিতে এসেছিলাম, তোমার ভাইটা কেমন আছে।

দীপা। অন্নদা ? খুব ভাল নয়। কালকে রাত্রে গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে, বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

মুরলী। ওকি বাইরে শুয়ে থাকে নাকি ?

দীপা। নইলে কোথায় শোবে। ভাই বোনের এক ঘরে শোওয়া—

মুরলী। না, সে হয় না।……ছোকরা লিভারটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে।

দীপা। কিন্তু এখন আর খায় না।

মুরলী। মদ বস্তুটা কেমন জান মা? চন্দ্রবোড়া সাপের বিষ— তৎক্ষণাৎ কিছু হবে না; ক্রমে ক্রমে হবে ধীরে ধীরে হবে। একটু একটু করে হবে। তবে নিশ্চিত পরিণাম সকলের যা হয় এরও তাই। আচ্ছা উঠি মা, যদি পারি কালকে আসবো।

[মুরলী চলে গেল, দীপা উঠে ঘরের মধ্যে যাবার জন্য পা বাড়াতেই অনুপম ঢুকলো। চেহারা কালো হয়ে গেছে, কাপড়-জামা ময়লা, চলায় ক্লান্তি। সে এসে ধপ করে দাওয়ায় ব'সে পড়লো। দীপা চেয়ে দেখলো, ফিরে এসে বসলো অনুপমের পাশে। নীরবে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে]

দীপা। কী হল?

অনু। যা চিরকাল হয়ে আসছে তাই হয়েছে।

দীপু। রেশন শপে কিউ দিয়ে দাড়িয়ে লোক রেশন নিচ্ছে, নিমতলা, কাশীমিত্তির ক্যাওড়াতলা শ্মশানঘাটে শবানুগমন করছে। দশটা পাঁচটা আপিস করছে। স্ত্রীকে মেরেছে ও মার খেয়েছে চুরি করছে ডাকাতি করছে। ব্লাকমার্কেট ক'রছে আর গভর্ণমেন্টকে গালাগালি দিচ্ছে অতএব নতুন কিছুই হয়নি।

[দীপা হেসে উঠলো]

দীপা। তুমি হাসছতো দীপু? বাইরে বেরিয়ে দেখ মানুষ দুটো ভাত খাবার জন্য কী কাণ্ডটা করছে।

দীপা। কী করছে?

অনু। থিয়েটার করছে বায়স্কোপ করছে। বাঘ ভল্লুক ছাগল বাঁদর নাচ দেখাচ্ছে। আবার কেউ চিন্তামণি দাঁতের মাজন করছে একদল মানুষ এই সব করছে আর একদল দাত বার করে দেখাছে আর পয়সা দিচ্ছে—

দীপা। বেশ করছে পয়সা চাইতো?

অনু। পয়সা চাই, দীপু পয়সা চাই, কিন্তু হায়রে পয়সা। জীব জন্তুর সাথে এক হয়ে গেল মানুষ। মানুষের নিজস্ব কোন পরিচয় রইলনা কী দুঃখের কথা! কী দুঃখের কথা!

দীপা। কিছুই দুঃখের কথা নয়। বাঁচতে হলে মানুষকে খেতে হবে, আর খেতে হলে তাকে পয়সা আনতে হবে যেমন করে হোক। তুমি বাড়ী গিয়েছিলে?

অনু। হ্যাঁ।

দীপা। কী হ'ল তাঁদের মন গললো?

অনু। না না ওঁরা অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যমণি এত সহজে মন গললে ওদের জাত যাবে যে। কিছু বাণী দিয়ে ছেড়ে দিলেন। (চুপচাপ) আমি কুলাঙ্গার। আমার জন্য ওদের মান সম্মান সমাজ সব নষ্ট হয়েছে—অতএব আমি যেমন বাড়ীর বাইরে আছি তেমনি দয়া করে যেন বাইরেই থাকি। বংশের পরিচয় দিয়ে যেন তাদের ছোট না করি (চুপ) অবশ্য ছোট আমি তাঁদের

করবোনা কেননা তোমার সঙ্গে মিশে তারাই আমার কাছে ছোট হয়ে গেছেন।

দীপা। তোমার কথা দিয়েই তোমাকে আজ সান্ত্বনা দিচ্ছি অনুদা গুলী মারো।

অনু। আমায় একটা মাদুর আর একটা বালিশ দিয়ে যাও, দীপু। আমি শুয়ে পড়ি।

দীপু। সে কি। খাবেনা ?

অনু। না। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে কতগুলো যাতা গিলে এসেছি।

দীপা। তাই,—না মনে করছো কিছু জোগাড় করতে পারিনি অতএব না খাওয়াই ভাল।

অনু। না না। জোগাড় করবার দায়িত্ব যখন তুমি নিজের ঘাড়ে নিয়েছে, তখন ও সম্বন্ধে আমার কোন ভাবনাই নেই। সত্যি আমি খেয়ে এসেছি।

দীপা। ভাল এই সব যাতা ছাই-ভস্ম বাইরে থেকে খেয়ে আসবে আর সারা রাত্তির ব্যথায় ছটফট করবে সেই তোমার ভাল।

[অনুপম কোন জবাব দিল না। চুপ করে বসে রইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীপা একটা মাদুর ও একটা বালিশ হাতে ক'রে বেরিয়ে এল, দাওয়ায় পেতে দিয়ে বললো]

দীপা। নাও শুয়ে পড়ো। আজ হক কাল হক তুমি যে মরবে তা আমি জানি কিন্তু মনে করেছিলাম আমার সামনে যেন সেটা না হয়।

অনু। (হেসে) আমি মরলে তোমার কষ্ট হবে দীপু?

দীপা। না না কষ্ট কেন হবে। তুমি মরলে আমার আনন্দ হবে। শত্রু নিপাত হলে কারনা স্ফূর্ত্তি হয়।

অনু। আমি তোমার শত্রু? আচ্ছা আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করেছি?

দীপা। ক্ষতি করোনি? ভীষণ ক্ষতি করেছ? তোমার দিদি যখন

[অনুপম হেসে উঠল]

আমাকে তোমার হাতে তুলে দিলেন—সেই রাত্রে আমাকে ধ্বংস করবার জন্য, তা না করে তুমি আমার ক্ষতি করেছ আমাকে রক্ষা করবার জন্য তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে আমার ক্ষতি করেছ। আমার জন্য চাকরী করতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যটি ভেঙ্গে আমার ক্ষতি করেছো এখন মরে গিয়ে আমার শেষ ক্ষতি করতে চাইছ।

[অনুপম হেসে উঠল

অনু। ভয় নেই দীপু। এত শীগ্গীর আমি মরবো না। বরং এমনও হতে পারে যে আমার আগে তুমিই টক্ করে মরে গেলে।

দীপা। পাগল। তাকি হয়? তাহলে উপকার হবে যে। তোমার আর কি লাগবে বলতো, আমি এবার শুয়ে পড়বো।

অনু। খাবেনা?

দীপা। তোমার জন্য বসে আছি কিনা আমি? সন্ধ্যা হবার আগেই খেয়ে নিয়েছি।

অনু। এটা মিথ্যা কথা।

দীপা। হ্যাঁ মিথ্যে, হাত গুনতে জান কিনা?

অনু। একটা ঘটি রেখে যাও।

[দীপা এক ঘটি জল নিয়ে এসে অনুপমের মাথার কাছে রেখে আবার চলে যাচ্ছিল— অনু ডাকল]

অনু। দীপু। (দীপা চাইল) আচ্ছা তুমি বলো যে এক জায়গায় কোন এক বড় লোকের বাড়ীতে তুমি রান্না করবার চাকরী করো।

দীপা। হ্যা করিই তো। তার কী?

অনু। না আমি ভাবছিলাম যে সকাল ৬টায় যাও বেলা ১০টায় ফিরে আসো, আবার ৪টায় যাও সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসো এর মধ্যে রান্নাই বা কর কখন, আর তারা খায়ই বা কখন।

দীপা। আমি তো রেঁধে দিয়েই চলে আসি। কে খেলে বা না খেলে সে খবর আমার রাখবার নয়। আমি বাড়ী ফিরে এসে রান্না করি—নিজে খাই ভাইকে খাওয়াই। ব্যস ফুরিয়ে গেল।

অনু। হয়তো তাই। তবু কী জানি কেন আমার মন বলছে এটা মিথ্যে কথা আমার কাছে লুকিয়ে যাচ্ছো। তোমার রান্না করার চাকুরী আর নেই। এখন তুমি যা বলছ তা বানিয়ে বলছো।

Myke। সর্ব্বনাশ। কী করে জানলে অনুদা। সত্যিই তো চাকরী আর নেই। সে বাড়ীর ছোট বাবু যাতা প্রস্তাব করেছিল বলে

ছেড়ে দিতে হয়েছে কি করে জানলে ? কি করে জানলে অন্নুদা ? আরো জানে নাকি ? সবটাও জানে নাকি ?

অন্নু। কী দীপু ! চুপ করে আছ যে !

দীপা। চুপ করে থাকবো না তো চেঁচাব ? সারা রাত্রি তুমি আবোল তাবোল বকবে আর আমি বসে তার জবাব দেবো। তোমার আর কিছু লাগবেনা তো ? আমি শুতে যাচ্ছি।

[ঘরে ঢুকে একখানি আলোয়ান এনে দিল]

এই নাও তোমার র‍্যাফার। একেই তো বাইরে শোওয়া তার উপর যদি জ্বর বাধাও তা হলে আর বাঁচবো না !

[উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকে, সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল উঠানে জ্যোৎস্নার ফিন্ ছুটছে। দূরে একটা কোকিল ডাকছে]

(গীত)

Myke। আমরা দু'জনা স্বর্গ খেলনা
গড়িবনা ধরণীতে—
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।

Male voice। ভাগ্যের প্রাণে দুর্ব্বল প্রাণে
ভিক্ষা যেন না যাচ্ঞি
কিছু নাই ভয়—জানি নিশ্চয়
তুমি আছ আমি আছি।

Female voice। রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাব
চাইনা শান্তি সান্ত্বনা নাহি চাবো।

Male voice। পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি
ছিন্ন পালের কাছে
মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জানিব
তুমি আছ আমি আছি।

Double voice। দুজনার চোখে দেখেছি জগৎ
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরু পথ তাপ দু'জনে নিয়েছি সহে।

Female voice। ছুটিলি মোহন মরিচিকা পিছে পিছে
ভুলাইলি মন সত্যেরে করিলি মিছে।

Male voice। এই গৌরবে চলিবে এ ভাবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ আমি আছি।

[মাইকের আবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলো ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মঞ্চ একেবারে অন্ধকার হইয়া দশ সেকেণ্ড স্থায়ী হইল ভোরের আলো ফুটিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে চারিদিক বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। বাড়ীর বাহিরে প্রভাত ফেরীর গান শোনা গেল।]

জয় গোবিন্দ গৌরচন্দ্র গোপাল গোবর্দ্ধন
জয় নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত মাধব মধুসূদন

[দরজা খুলিয়া বাহির হইল দীপা। একখানি লালপাড় শাড়ী তার পরনে। সে দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল অনুপম ঘুমাইয়া আছে কি না। তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া সে চট করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। ঠিক পরমুহূর্ত্তেই বাহির হইতে প্রফেসর মিত্রের চীৎকার ভাসিয়া আসিল।]

নেপথ্যে মিত্র। দীপা! দীপা! শোন অমন করে মুখ ঢেকে চলে যেওনা। আমি তেমাকে চিন্তে পেরেছি। শোন দীপা।

[ধড়মড় করে অনুপম বিছানায় উঠে বসলো। তারপর বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল পথের দরজার দিকে]

নেপথ্যে। কোন্ বাড়ী তোমার? এই বাড়ী? চলো ভেতরে চলো!

[অনু উঠে ঘরের মধ্যে গেল]

[আগে আগে ঢুকলো প্রফেসর মিত্র, পিছনে দীপা]

মিত্র। এই তোমার বাড়ী?

দীপা। হ্যাঁ।

মিত্র। কতদিন এসেছ এই বাড়ীতে?

দীপা। মাস পাঁচেক।

মিত্র। কে আছে তোমার সাথে! একা?

দীপা। না।

মিত্র। তবে? (দীপা চুপ) চন্দ্র বাবু ফিরে এসেছেন?

দীপা। না।

মিত্র। তা হলে কে? কে থাকে তোমার সঙ্গে এ বাড়ীতে? কে তোমার দেখাশুনা করছে? একি! উত্তর দিতে তুমি লজ্জা বোধ করছো দীপা! তাহলে কি আজ আমি এই কথাই বুঝব যে আমি তোমাকে চিন্‌তে পারিনি? তোমার সম্বন্ধে যা ভেবেছি তাও মিথ্যে আর—

দীপা। না না আমার সঙ্গে যিনি থাকেন। তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন আমার সুখের জন্য। আমার জন্য চাকরী করতে গিয়ে তিনি আজ রোগগ্রস্ত—তিনি দেবতা—তিনি আমার ভাই।

মিত্র। তোমার ভাই? I am sorry তোমার ভাই কি পশ্চিমবঙ্গেই থাক্‌তেন?

দীপা। হ্যাঁ তিনি পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ। দেখবেন আমার ভাইকে?

[উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে অনুকে নিয়ে এল]

এই দেখুন আমার ভাইকে, আমার বড় গর্ব্বের বড় সান্ত্বনার লোকের কাছে মাথা উচুঁ করে দেখাবার মত ভাই। চিন্‌তে পারেন একে?

মিত্র। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? অনু তোমার ভাই? তবে যে—আশ্চর্য্য তোর সম্বন্ধে এ্যাদ্দিন একটা ভুল ধারণা আমার ছিল। যাক্‌গে তোর চেহারা এমন হয়েছে কেন?

অনু। এমনি!

দীপু। কেন মিথ্যে কথা বলছ অনুদা! উনি হয়ত এখুনি ভাববেন

আমি তোমায় খেতে দেই না। না না, অন্নুদার থেকে থেকে লিভারে একটা ব্যথা উঠে।

মিত্র। উঠবেনা লিভারে ব্যথা। অত মদ যাবে কোথায়? Every Action has got its reaction শোধ নেবেনা প্রকৃতি? তুই যে কি করে এ্যাদিন বেঁচে আছিস্ তাই ভেবে আমি অবাক হই। যাক্ সে কথা যা হবার তা তো হয়েছে পরোপকার যথেষ্টই করেছ। এবার দয়া করে বাড়ী চলো! আমি এই কথাটাই বুঝে উঠতে পারছি না, অন্নু তোর দিদি যখন দীপুকে সিনেমায় নিয়ে যাবার কথা বল্‌লে আমাকে তখন তুই কথাটা কেন একবার বল্‌লি নে। তা হলে এই দুর্ঘটনা তো কখনো ঘটতো না। ইচ্ছে করে তোরা এই দুঃখটা পেলি।

দীপা। বসুন!

[আসন পেতে দিয়ে]

মিত্র। (বসে) অনর্থক দেরী করে কোন লাভ নেই। আজ চার মাস আমি পাগলের মত তোমাদের খুজ্‌ছি, বলতে পারো তোমাকে ফিরেয়ে নেবার কেন এত আগ্রহ। তার কারন বাংলাদেশের এই Disater এ আমি মনে করি আমার খানিকটা অংশ আছে। কেন না লীগ গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারে যখন বিশেষ করে কোলকাতার আত্মা মুমূর্ষ হয়ে পড়েছিল সত্য হোক, মিথ্যে হোক ১০০নং হ্যারিসন রোড়ের ঘটনা প্রত্যেকটি মায়ের মনে কুরু সভায় দ্রৌপদীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। সে

সময় আমিও বলেছিলাম যে ওরা আলাদা হয়ে যাক। এই মত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আপনা থেকেই এসে পড়েছিল। তাই তোমাকে আমি ষ্টেশন থেকে বাড়ী এনেছিলাম। তাই তোমাকে আজও এখান থেকে বাড়ী নিয়ে যেতে আমি চাই।

দীপা। নমামীর কতগুলো গয়না আমার কাছে আছে আপনি নিয়ে যান আজ আপনি না এলে হয়তো আমি ওগুলো দিয়ে অন্নুদাকেই পাঠাতুম।

অন্নু। নমুর গয়না? সেকি!

মিত্র। তোমার কাছে এল কি করে? হ্যাঁ সে কাল বাড়ীতে ফিরেছে বটে!

দীপা। কালকেই পথে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, তখন মতিচাঁদ বাবু তার সঙ্গে ছিলেন। বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটির পর গয়নাগুলো সে আমার কাছে রেখে যায়।

মিত্র। ও! বেশতো! তুমিই সেগুলো নিয়ে চল!

দীপা। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এখানে থেকেই আমার স্বামীর প্রতীক্ষা করবো।

মিত্র। (অন্নুকে) ও! তুমি কি বলো? তোমারো এই মত?

অন্নু। দীপুর কথার ওপর আমি কোনদিন কথা কইনি জামাইবাবু! আপনাদের কথারও কোনদিন উত্তর করিনি। কিন্তু আপনি যে দীপুকে নিয়ে যেতে চাইছেন দিদি জানে?

মিত্র। তার ইচ্ছেতেই আমি দীপাকে খুঁজছি। নমুর চলে যাওয়ার পর থেকেই তিনি বিছানা নিয়েছেন আজ বোধ করি তিনি মৃত্যুশয্যায়।

দীপা। অনু মৃত্যুশয্যায়!

মিত্র। হ্যাঁ। তার ধারণা, দীপার নিশ্বাস পড়ছে বলেই ভগবান তার একমাত্র মেয়ের হাত দিয়ে তাকে এতবড় শাস্তি দিয়েছেন। গতকালও তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন পাওনি দীপাকে? কাল এক ভদ্রলোক আমাকে একটা বস্তির ঠিকানা দিয়েছিলেন আজ ভোরে উঠেই আমি সেইখানেই যাচ্ছিলাম। পথে দেখা। (সবাই চুপ)

Myke। পরাজয়! পরাজয়! পরাজয়! ওরা আজ ওদের দরিদ্র ভরা জীবন যাত্রায় আনন্দের সন্ধান পেয়েছে, তাই তোমাকে আজ ওরা ফিরিয়ে দিচ্ছে বরেন মিত্র!

মিত্র। ফিরিয়ে দিচ্ছো আমাকে। যাবেনা তোমরা? (চুপ) বেশ তাহলে আমি তোমাদের সময় নষ্ট করবো না, আমি যাই। আর কিছু না হোক, অরুকে অন্তত এ কথা বলতে পারবো, যে তোমরা ভাল আছো। (উঠিল)

[এক মুহূর্ত্ত অনু চাহিল দীপার দিকে, দীপা চাহিল অনুর দিকে, মিঃ মিত্র তখন উঠান দিয়া দরজার দিকে যাচ্ছেন, দীপা চীৎকার করে উঠল]

দীপা। দাঁড়ান! না আমি এ পারবো না অনুদা—আমার কাছে ভিক্ষে চেয়ে ওই মহাদেব খালি হাতে ফিরে যাবেন—এ আমি

হতে দিতে পারবো না—আমি যাব। দাঁড়ান আমি যাব। নমুর গয়নাগুলো নিয়ে আসি।

[ভিতরে গেল]

মিত্র। তুইও চল অনু।

অনু। আপনি দীপুকে নিয়ে যান জামাইবাবু,—আমি ঘরদোরগুলো বন্ধ করে পরে যাচ্ছি।

মিত্র। যাবি তো? আমার ওপর তোর কোন অভিমান নেই বল্‌।

অনু। না—না—

[যেই মুহূর্তে দীপা ব্যাগটা হাতে করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বললো]

দীপা। চলুন।

[তৎক্ষণাৎ বাইরে চন্দ্রমোহনের গলা শোনা গেল)

চন্দ্র। আরে আপনি কন কি মশায়! হ্যাশে দুই বিঘা জমির ওপর যার বাস্তু বাড়ী সে নাকি থাকতে পারে এই মুরগীর খাঁচায়! মিছে কথা কইতেছেন না তো?

(নেপথ্যে) মুরলী। না, না দীপু মা এই বাড়ীতে থাকে।

অনুদা! অনুদা! বেরিয়ে হ্যাখো ও কার গলা? কে কথা কইছে? একবার বেরিয়ে দেখ ভাই কে কথা কইছে?

[অনু তৎক্ষণাৎ দাওয়া থেকে নেমে বাইরের দিকে ছুটলো। মিত্র ও উঠানে নেমে পড়ে দরজার দিকে এগোলেন]

(নে) চন্দ্র। দীপন।

দীপা। এই যে আমি।

(নে) চন্দ্র। দীপন!

দীপা। এই যে আমি—ই—ই।

[অনুকে ঠেলে ফেলে চন্দ্রমোহন বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। দীপা দৌড়ে নামতে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে পারলে না—তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হতে লাগল। চন্দ্রমোহন দৌড়ে এসে দীপার কাছে বস্‌ল]

চন্দ্র। দীপন্। কেমন আছ? কী হইছে? আমি সারারাত্র খুঁজ্‌ছি তোমারে। (মাথাটা কোলে তুলে নিল) দীপন্!

মিত্র। কাছাকাছি একটা ডাক্তার পাওয়া যায় না?

মুরলী। আমি নিয়ে আসছি ডাক্তার।

[দৌড়ে বেরিয়ে গেল]

চন্দ্র। দীপন্! হক্কলে আমারে কয়—দীপন বাইচ্যা নাই! আমি কই—হেয়া হেতেকই পারে না। আমার দীপন মরতেই পারে না।

[দীপা তাহার অনাহার শীর্ণ হাতখানা চন্দ্রমোহনের মুখে বুলাইতেছে]

কী কও? দাগ কিসের? আরে! আমারে পাগল মনে কইর‍্যা হক্কলে মারছে না। আমারে মারছে—তারই দাগ আমাকে মারছে।

[দীপার তু'খানি হাত নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে]

চন্দ্র। দীপন! তুমি একটু সুস্থ্য হইয়্যা উঠলেই আমরা ত্যাশে চলিয়া যামু। এইখানে আমরা থাকুম না। হেই বড়লোকের সহর। বড় বাড়ী, বড় কথা, বড় মানুষী, আমা লাঘনে ছোট মানুষ এইখানে থাকতে পারে না। কৈঁদে আইজ কয়মাস আমার প্যাটে ভাত নাই, চক্ষে ঘুম নাই খালি দীপন্‌-দীপন কর্‌ছি। আর পথে পথে ঘুর্‌ছি।

দীপা। আমিও তাই করেছি, আমিও তোমার জন্য আলো জ্বেলে বসে থেকেছি গো! কত ঝড়, কত তুর্য্যোগ গেছে মাথার উপরদিয়ে তোমার নাম ক'রে সব পার হয়ে গেছে। ঐ যে আমার ভাই অনু ঐ যে আমার আশ্রয় দাতা বরেন বাবু এঁরা মানুষ নন্‌ এঁরা দেবতা। ওঁরা না থাক্‌লে হয়ত ধূলোর সঙ্গে মিশে যেতাম। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমাকে তোমার পায়েরধূলা দাও আমি তোমাকে ফিরে পেয়েছি। আজ তার চাইতে আমার—

[ঝলকে ঝলকে আবার রক্ত উঠতে লাগল]

চন্দ্র। দীপন্‌! একি! একি!

মিত্র। দীপা!

অম্বু। দীপু!

চন্দ্র। দীপন! দীপন! দীপন! দীপন! খ্যাখেন্, কথা কয়না কেন্? দীপা! আর তুমি কথা কওনা ক্যান্ দীপন!

[মুরলী ও ডাক্তার প্রবেশ করল]

মুরলী। ডাক্তার এনেছি দীপু মা! ডাক্তার কই, সরুন ত দেখি। (দেখে উঠে) It's a simple case of heart failure poor soul.

[ধীরে চন্দ্রমোহন বিছানা থেকে দীপার মাথা নামিয়ে দিল উঠে দাঁড়াল চন্দ্রমোহন—চাইল মিত্রের দিকে, তিনি মাথা নীচু করলেন, চাইলেন অম্বুর দিকে—সেও মাথা নীচু করল—চাইল চন্দ্রমোহন, মুরলী ও ডাক্তারের দিকে; তাঁরাও মাথা নীচু করলেন, চন্দ্রমোহন ফিরে গিয়ে, স্ত্রীর কাছে বসল, তারপর নিজের মাথা স্ত্রীর মুখের কাছে রেখে ডান হাত দিয়ে তার মাথার চুলগুলোতে হাত বুলাতে লাগলেন]

ধীরে ধীরে নাটকের সর্ব্বশেষ
যবনিকা নেমে এল।